এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ বিরোধিতার রাজনীতি করে সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়া যায় না: শমীক
যাদবপুরের পর প্রেসিডেন্সি! ক্যাম্পাসে ঢুকে তাণ্ডবের চেষ্টা ৩

কলকাতা ২৩ অগস্ট ২০২৬ ৫ ভাদ্র ১৪৩৩ রবিবার বিংশ বর্ষ ৭৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.08.2026, Vol. 20 Issue No. 73, 8 Pages, Price 3.00

যাদবপুরে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

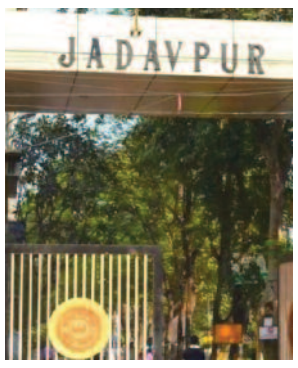

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয়েক দিনের ছাত্র সংঘর্ষ ও প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে শনিবার কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার ভবানীপুরের একটি অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, জাতীয় পতাকা এবং 'বন্দে মাতরম' নিয়ে সরব হন তিনি। তাঁর বক্তব্য, যাদবপুরের ভিতরে এবং বাইরে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

ভবানীপুরের শনিবারের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বন্দে মাতরম গাইতে দেয় না। জাতীয় পতাকা ওড়ে না এখানে। শিক্ষাদপ্তরকে ঢুকতে দেয়নি, সিসিটিভি লাগাতে দেয় না। কিন্তু আমরা যাদবপুরের ভিতরে ও বাইরে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করবই। যাদবপুর নিয়ে অনেকেই দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়ায় কাঁদছেন। তাঁরা শুনে রাখুন, এরাজ্যে থাকতে গেলে বন্দে মাতরম গাইতে হবে। দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রবাদের সঙ্গে কোনও আপস নয়।'

সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আরএসএস ও বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে সংঘর্ষকে ঘিরে কয়েক দিন ধরেই উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি রয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘিরে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগও তুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথে শিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা প্রতীক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনাও বিতর্ক আরও বেড়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে জাতীয়তাবাদী পরিবেশ তৈরির কথা শনিবার স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনের প্রবেশ, নজরদারি ব্যবস্থা এবং জাতীয় পতাকা না তোলা নিয়েও অভিযোগ।যদিও শনিবারে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হল। যাদবপুরের সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদিকে ছাত্র রাজনীতির স্বাধীনতা ও প্রতিবাদের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে জাতীয় প্রতীক ও দেশপ্রেমের প্রশ্নও সামনে উঠে আসছে। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ এবং রাষ্ট্রবাদের প্রশ্নে কোনও আপস করা হবে না।

৯০ দেশ, ৭০০ সংস্থা নিয়ে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সম্মেলন

প্রধানমন্ত্রীর পছন্দেই কলকাতায় মেগা শো

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৭ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় বসতে চলেছে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সম্মেলন। ২৮ থেকে ৩১ জানুয়ারি চার দিনের এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৯০টি দেশের প্রতিনিধির যোগ দেওয়ার কথা। এই সম্মেলনে প্রাকৃতিক তেল, গ্যাস ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি নিয়ে আলোচনা হবে বলেই জানা যাচ্ছে। এই সম্মেলন ঘিরে ইতিমধ্যেই শহরে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। অতিথিদের থাকার জন্য হোটেল বুকিং থেকে শুরু করে রাস্তা পরিদর্শন, সবই শুরু করে দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন।

রাজ্য সরকারের সূত্রের খবর, 'মিশন ইন্ডিয়া এনার্জি ইউকে'-র আয়োজনেই এই সম্মেলন হচ্ছে কলকাতায়। সৌদি আরব-সহ প্রায় ৯০টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দিতে পারেন। তেল ও জ্বালানি ক্ষেত্রের ৭০০-র বেশি সংস্থার প্রতিনিধিরাও এতে যোগদান করবেন। তাই বিভিন্ন

সংস্থার জন্য আলাদা আলাদা জায়গা রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

এর আগে দেশের বেঙ্গালুরু, গোয়া এবং দিল্লিতে এই ধরনের সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। যদিও সরকার পরিবর্তনের পর এইবার কলকাতাকে এই বৈঠকের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পছন্দেই কলকাতায় এই আন্তর্জাতিক আয়োজন হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। যদিও বিদেশি অতিথিদের যাতায়াতের কথা মাথায় রেখে শহরের পরিকাঠামোও নতুন করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এছাড়াও বিমানবন্দর থেকে সম্মেলন-স্থল এবং অতিথিদের থাকার হোটেল পর্যন্ত যাতায়াতের পথে কোন কোন রাস্তার সংস্কার বা সৌন্দর্যায়ন দরকার, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শনিবার থেকেই পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা বিভিন্ন রাস্তা পরিদর্শন করা শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই শহরের একাধিক হোটেলেও ইতিমধ্যে বুকিং শুরু করা হয়েছে। কয়েক মাস পরে সম্মেলন হলেও প্রস্তুতিতে কোনও দেরি ও খামতি রাখতে চাইছে না প্রশাসন। তাই অতিথিদের যাতায়াত, নিরাপত্তা এবং থাকার ব্যবস্থা-সহ সব দিকই একসঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সামনের বছরের জানুয়ারির চার দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে ঘিরে আগামী কয়েক মাসে কলকাতার রাস্তা ও শহরের একাধিক এলাকায় আরও কাজ হবে বলেই প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

পাহাড়ের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কমিটি শাহের

শনিবার অমিত শাহের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিমল গুরুং, রোশন গিরি ও সংসদ রাজু বিস্তা-সহ অন্যান্যরা।

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাহাড়ের দীর্ঘ দশকের রাজনৈতিক টানাপড়েনের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে এ বার নতুন উদ্যোগ নিতে শুরু করল কেন্দ্র। শনিবার দার্জিলিংয়ের সুকনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুং ও রোশন গিরি এবং দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা।

ছাব্বিশের নির্বাচনে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর পাহাড় নিয়ে এই প্রথম এমন ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হল। শনিবার এই বৈঠক থেকেই পাহাড়ের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই কমিটির নেতৃত্বে থাকছেন বিএসএফের প্রাক্তন ডিজি তথা প্রাক্তন আইপিএস পঙ্কজকুমার সিং। শনিবারের আলোচনায় তিনিই মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকাতেও ছিলেন। নতুন তৈরি কমিটিতে মোট কত জন থাকবেন বা তার কাজের পরিধি কী হবে, তা এখনও বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়নি। তবে এদিনের বৈঠক থেকে সরকার স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইছে, পাহাড়ের সমস্যা আর শুধু রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির মধ্যে আটকে থাকবে না। একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথে এগোতে চাইছে সকলে। আশির দশক থেকেই গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে ঘিরে পাহাড়ে দীর্ঘদিন ধরেই অস্থিরতা চলেই আসছে। অতীতে হিংসাত্মক রাজনৈতিক আন্দোলন, সংঘর্ষ এবং রাজনৈতিক টানাপড়েনে রক্তাক্ত ও বিপর্যস্ত হয়েছে দার্জিলিং-সহ সম্পূর্ণ পাহাড়ি এলাকা। যদিও শনিবার এই বৈঠক থেকে সেই অতীতের পাশাপাশি প্রশাসন, উন্নয়ন এবং পাহাড়ের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কাঠামো নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও এই বৈঠকে পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগ, পর্যটন এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলেই সূত্রের খবর। তৃণমূলের সরকারের আমলে জিটিএ পরিচালনা নিয়ে আর্থিক অনিয়ম থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ এবং পর্যটন ক্ষেত্রেও নানা অভিযোগ উঠেছিল বলে বৈঠকের আলোচনায় উঠে এসেছে।

শনিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৈঠকে আশ্বাস দেন, পাহাড়ের যে কোনও সমস্যার সমাধান হবে সাংবিধানিক পথেই। বিমল গুরুং এবং রোশন গিরিও সেই পথেই এগোনোর বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মতি দিয়েছেন বলে বৈঠক সূত্রে খবর। পাশাপাশি পাহাড়ের উন্নয়ন কতটা এগোল, তা দেখতেও নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এক দিনের বৈঠকে বিষয়টি থামিয়ে না রেখে পরবর্তী ধাপগুলিও নির্দিষ্ট করে এগোতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যে সরকার বদলের পর পাহাড়ের রাজনীতিতেও নতুন সমীকরণ বদলে গিয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বিমল গুরুংদের এই বৈঠক এবং নতুন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। যার ফলশ্রুতি পাহাড়ের বহু পুরনো রাজনৈতিক সমস্যা সাংবিধানিক সমাধানের রাস্তা কতটা মসৃণ হয় সেদিকেই নজর রাখছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

দার্জিলিং-সহ পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য এলাকার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের ইঙ্গিতও দিয়েছে কেন্দ্র। শনিবার শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভাপতিত্বে এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ভারতের সংবিধানের আওতায় স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান এবং পার্বত্য এলাকার মানুষের পৃথক পরিচয়ের স্বীকৃতির দাবিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজু বিস্তা, সাংসদ হর্ষবর্ধন সিংলা, পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রী বিশাল লামা, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুং, গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের নেতা মন ঘিসিং, বিধায়ক ভারত ছেত্রী, সোনম লামা ও নোমান রাই, সিপিআরএম নেতা জেবি রাই, গোরানিমো নেতা দাওয়া পাখরিন, সুমেতীর বিকাশ রাই-সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকেরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর ইতিবাচক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাবের প্রশংসা করেন। তাঁদের বক্তব্য, আলোচনার পরিবেশ অত্যন্ত গঠনমূলক ছিল এবং দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে এই বৈঠক একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

চারটি টোল-ফ্রি নম্বর চালু

■ রাজ্যে তোলাবাজি, সিন্ডিকেট রাজ, বেআইনি টোল আদায় এবং অবৈধ মদের কারবার রুখতে চারটি পৃথক হেল্পলাইন চালু করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। শুক্রবার শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর সমাজমাধ্যমে এই ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিত শাহ জানান, সাধারণ মানুষ এখন থেকে চারটি টোল-ফ্রি নম্বরে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন। তোলাবাজি সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য চালু হয়েছে ১৫৫৩৩৪ , সিন্ডিকেট সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য ১৫৫৩৩৫ , বেআইনি রাস্তা বা টোল আদায়ের অভিযোগের জন্য ১৫৫৩৩৭ এবং অবৈধ মদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর জন্য ১৫৫৩৩৯ নম্বর।

মোদীর জন্মদিনে 'অন্নপূর্ণা দিবস'

এক লক্ষ মহিলাকে নিয়ে কলকাতায় সভা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন ১৭ সেপ্টেম্বর, রাজ্যে 'অন্নপূর্ণা দিবস' পালন করার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওই দিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মহিলাদের নিয়ে কর্মসূচি হবে বলেই শনিবার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। ওই দিন কলকাতায় এক লক্ষ মহিলাকে নিয়ে সভা করার কথাও জানিয়েছেন তিনি। শনিবার ভবানীপুরে অন্নপূর্ণা যোজনার মহিলা উপভোক্তাদের ধন্যবাদজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '১৭ সেপ্টেম্বর মোদীজির জন্মদিনে পালন হবে অন্নপূর্ণা দিবস। জেলায় জেলায় মহিলারা জড়ো হবেন। আমি কলকাতায় জনসভা করব এক লক্ষ মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে অন্নপূর্ণা দিবস পালন করব।'

শনিবার ভবানীপুরের অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তাদের নিয়েও তথ্য দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, এই বিধানসভা কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই ১৪ হাজার ৫০০-র বেশি মহিলা প্রকল্পের আওতায় এসেছেন। আরও প্রায় আড়াই হাজার মহিলা যোগ্য বলে চিহ্নিত হয়েছেন। তাঁদেরও প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান তিনি। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, ভবানীপুরে ১৭ হাজার মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তিন হাজার টাকা করে পৌঁছেছে। যাঁরা যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এখনও টাকা পাননি, তাঁদের সরকারি পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করার

শনিবার ভবানীপুরে অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তাদের ধন্যবাদজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা থেকে কোনও যোগ্য মহিলা বঞ্চিত হবেন না বলে ফের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার ভবানীপুরে এক সরকারি কর্মসূচি থেকে তিনি জানান, যাঁরা প্রকৃত দাবিদার, তাঁদের সকলকেই ধাপে ধাপে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। সম্প্রতি অন্নপূর্ণা যোজনার মাসিক তিন হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ, পথ অবরোধ এবং রেল অবরোধের ঘটনা ঘটেছে। সেই আবহেই সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অগস্ট মাসে ইতিমধ্যেই রাজ্যের ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। আরও ২০ থেকে ৩০ লক্ষ প্রকৃত দাবিদার থাকলে তাঁদেরও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

ভবানীপুরের সুভাষ উদ্যানে আয়োজিত অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তাদের এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে চলতি মাসে প্রায় ১৪ হাজার ৫০০-র বেশি মহিলা এই প্রকল্পের টাকা পেয়েছেন। ইতিমধ্যেই আরও প্রায় আড়াই হাজার আবেদন অনুমোদিত হয়েছে বলেও তিনি জানান। তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সরাসরি অর্থ পাঠানো হবে বলে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রকল্পটির ক্রমবর্ধমান বিস্তারের পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, জুন মাসে অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তার সংখ্যা ছিল ২৮ লক্ষ। জুলাইয়ে তা বেড়ে হয় ১ কোটি ১৯ লক্ষ এবং অগস্টে তা পৌঁছেছে ১ কোটি ৪৫ লক্ষে। তিনি বলেন, যাঁরা প্রকৃত অর্থেই এই আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল, তাঁদের কথা সরকার সর্বাগ্রে বিবেচনা করবে। প্রয়োজন হলে আরও ২০ থেকে ৩০ লক্ষ যোগ্য মহিলাকেও এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।

অগ্নিসুরক্ষা শূন্য, নিউ মার্কেটে বন্ধ একের পর এক হোটেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কলকাতা পুরসভা, দমকল এবং পুলিশ প্রশাসনের। শনিবার সকাল থেকে ধর্মতলা ও নিউ মার্কেট থানা এলাকায় যৌথ অভিযানে নামে প্রশাসন। একের পর এক বেআইনি ও নিরাপত্তাহীন হোটেলে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তালা। ফায়ার লাইসেন্স না থাকা, অগ্নিসুরক্ষা ব্যবস্থা অপ্রতুল হওয়া এবং আবাসনকে বেআইনিভাবে হোটেল বানানোর অভিযোগে শনিবার পর্যন্ত প্রায় ২৫টি হোটেল-রেস্তোরাঁকে নতুন করে শোকজ করেছে দমকল বিভাগ।

পুরসভার সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের প্রাণকেন্দ্র নিউ মার্কেট ও সংলগ্ন ঘিঞ্জি গলিতে বছরের পর বছর ধরে চলা অধিকাংশ হোটেলই প্রকৃতপক্ষে আবাসিক ভবন। আবাসন হিসেবে নথিভুক্ত হলেও পুরসভার অনুমোদন ছাড়াই সেগুলিতে অবাধে চালানো হচ্ছিল ব্যবসা। কেবল আইনি নথির অভাবই নয়, এর পাশাপাশি পরিদর্শনকারী দলের নজরে আসে বেশিরভাগ হোটেলে নেই জরুরি অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, এমনকি আগুনের মতো বিপদের সময় জরুরি জলের ন্যূনতম জোগাড়টুকুও অমিল।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বৃহস্পতিবার দমকলের তরফে প্রথম ১৬টি হোটেলকে শোকজ করা হয়। শুক্রবার আরও ১৭টি হোটেলকে কারণ দর্শানোর জন্য ২৪ ঘণ্টার কঠোর সময়সীমা ধার্য করা হয়েছিল। তবে সেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বহু হোটেল মালিকই শোকজের জবাব দেননি, আর যারা জবাব দিয়েছেন, তাতেও নানা ধরনের গলদ ধরা পড়েছে। শনিবার অভিযানে নেমে তিনটির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিয়ে সেগুলিতে তালা ঝুলিয়ে দেয় দমকল ও পুরসভার যৌথ টিম। এখনও পর্যন্ত ধর্মতলা ও মার্কুইজ স্ট্রিট এলাকা মিলিয়ে মোট ১৬টি হোটেল সিল করে দেওয়া হয়েছে।

বন্দে মাতরম: মহাত্মার বক্তব্য দেশজুড়ে প্রচার করবে বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২২ অগস্ট: বন্দে মাতরম্ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধির চিন্তাধারা এবং তাঁর বক্তব্যও দেশ জুড়ে প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পদ্মশিবির। জাতীয় গান বন্দে মাতরমের মর্যাদা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না; শনিবার দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় পদাধিকারীদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি কংগ্রেসের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে স্থির হয়েছে, দলীয় কর্মসূচিতে তারা বন্দে মাতরমের প্রথম দু'টি স্তবকই গাইবে। তা নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধির প্রসঙ্গ টানে কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য, ১৯৩৭ সালে কলকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল-সহ একাধিক শীর্ষনেতা বন্দে মাতরমের প্রথম দু'টি স্তবক গাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এ বার কংগ্রেসকে জবাব দিতে সেই মহাত্মা গান্ধির বক্তব্যই প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিল বিজেপি। পদ্মশিবির তাদের প্রস্তাবে জানিয়েছে, মহাত্মা গান্ধির বক্তব্য ছিল, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভীষণ ভাবে জাতীয়বাদী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ এক স্লোগান বন্দে মাতরম্। তাঁর এই বক্তব্যকে দেশ জুড়ে প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। একই সঙ্গে কংগ্রেসের সাম্প্রতিক জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তেরও নিন্দা জানিয়েছে বিজেপি। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের নেতৃত্বে ওই বৈঠকে জাতীয় গানের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের মর্যাদা রক্ষার বিষয়েও প্রস্তাব পাশ হয়েছে।

কয়েক দিন আগেই নতুন করে সাজানো হয়েছে নীতিনের 'টিম'। সদ্য ঢেলে সাজানো ওই টিম নিয়ে শনিবার দিল্লিতে বৈঠকে বসেছিলেন নীতিন। ওই বৈঠকেই জাতীয় গানের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দশ দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। বৈঠক শেষে ১০ দফা প্রস্তাবের কথা সমাজমাধ্যমে উল্লেখ করে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি লেখেন, 'এটি (বন্দে মাতরম্) শুধু কোনও একটি রাজনৈতিক দলের বিষয় নয়। এটি দেশের সম্মান এবং স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করা অসংখ্য দেশপ্রেমীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।'

নীতিন আরও লেখেন, 'বন্দে মাতরম্ শধটি একসময় এতটাই শক্তিশালী ছিল যে তা একটি সাম্রাজ্যকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশেরা এটি দমিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কারণ এটি প্রতিরোধের চেতনাকে জাগ্রত করেছিল। ভারতীয়দের কাছে এটি স্বাধীনতা, আত্মত্যাগ এবং দেশের গর্বের মন্ত্র। এই ঐতিহ্যকে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির হিসেবনিকেশের গণ্ডিতে আটকে রাখা যায় না।'

পদ্মশিবির জানিয়েছে, রাজনৈতিক স্বার্থে বা তোষণের জন্য বন্দে মাতরমের মর্যাদা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনও আপস বরদাস্ত করা হবে না। এ অবস্থায় জাতীয় গানের ইতিহাস এবং গৌরবময় ঐতিহ্য দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দিতে বিশেষ প্রচার কর্মসূচি শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

পানোসের ভরসা বিশাল, অনুশীলনহীন ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডুরান্ড কাপ ফাইনালে ডার্বি, মুখোমুখি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল -মোহনবাগান। এই মরশুমে ডুরান্ড কাপ শুরু হয়েছিল কলকাতা ডার্বি দিয়ে। সেই ডার্বিতে সাহাল আবদুল সামাদের গোলে জয় পেয়েছিল মোহনবাগান। ফাইনালের আগে অবশ্য পরিস্থিতি বদলেছে। মোহনবাগান কোচ পানাগিওটিস ডিলমপেরিস হতাশ। একেই শিলং থেকে বিমান বিভ্রাট নিয়ে ফিরে অনুশীলনের সময় পায়নি মোহনবাগান। মাত্র একদিনের অনুশীলনে ডার্বি খেলতে নামবে মোহনবাগান। অন্য দিকে, ডুরান্ড কাপ ফাইনালের আগে অনুশীলনই করলেন না কোচ হাবস।

ডুরান্ড কমিটির সূচি নিয়ে বেশ হতাশ বাগান কোচ। প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে এসে পানোস

শনিবার অনুশীলনে বাগান-ব্রিগেড।

বলেন, 'ডুরান্ডের সূচি নিয়ে হতাশ। কোচ ও খেলোয়াড়দের জন্য খুবই সমস্যা। ছয় দিনে তিনটে ম্যাচ। গতকাল অনুশীলনের সময় পাইনি। আমি বিশ্বাস করি এই ম্যাচে মানসিকতাটাই জরুরি। কেমন ভাবে খেলতে হবে তার থেকেও জরুরি মানসিকভাবে শক্তিশালী হওয়া। গ্রুপ পর্বের ডার্বির সঙ্গে এই ম্যাচের কোনও মিল নেই।'

অন্য দিকে, হাবাস অনুশীলন করালেন না ইস্টবেঙ্গলকে। কেবল হোটেলে জিম করলেন ফুটবলাররা। সাংবাদিক সম্মেলনে ফাইনালে ডার্বি নিয়ে হাবাস বলেন, 'এই ম্যাচটা কলকাতায় এবং ভারতে খুব স্পেশ্যাল। তবে এটা বাকি ম্যাচগুলো মতোই ধরতে হবে আমাদের। বুদ্ধি করে, মানসিক ভাবে এবং ৯০ মিনিটে সঠিক সুযোগ খুঁজে আমাদের খেলতে হবে। এখন আমরা অনেক ভালো দল। দুটো ট্রেনিং সেশন পেয়েছি আমরা। রবিবারের ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যতই প্রাক মরশুম প্রতিযোগিতা হোক, ডুরান্ড জিতলে বাকি মরশুমের জন্য আত্মবিশ্বাস বাড়বে। বিশাল খুব ভালো গোলকিপার, ওকে আমি পুনে সিটি থেকে চিনি। গিলও খুব ভালো। মোহনবাগানের সবাই বিপজ্জনক। তবে মোহনবাগানও একই কথা ভাবছে আমাদের নিয়ে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 22/05/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8499 নং এফিডেভিট বলে আমি **Pappa Debnath S/o. Bidhubhushan Debnath ও Pappa Debnath S/o. Badhu Bhushan Debnath** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি বিশু সেখ স্বামী- মোহর সেখ, সাং নতুনগ্রাম শক্তিনগর কোতয়ালী নদীয়া। আমার আসল নাম বিশু সেখ। গত ২১/০৭/২০২৬ তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস কৃষ্ণনগর কোর্টের ১১৬৪১ নং এফিডেভিট বলে আমি বিশু সেখ, আয়েশা বিবি, এবং বিশু বিবি ওরফে আয়েশা বিবি সকলেই একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

AFFIDAVIT

I, **SANJIB SHAW** S/O Anil Shaw residing at Railway Coolie Quarter, Purba Ghosh Para Road, P.O.- Shyamnagar, P.S.- Jagaddal, Dist.- North 24 Parganas, PIN-743127, W.B. do hereby declare vide affidavit serial no. 55 dated 17.08.2026 in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore that RUMA SHAW W/O Anil Shaw is my mother and SUROJIT SHAW S/O Anil Shaw is my younger brother. My grandfather's actual and correct name with surname is/was BISWANATH SHAW S/O Late Chhedi Shaw. My grandfather's name with surname by spelling has been recorded as BISWANATH TURAHA S/O Late Chhedi Turaha in the Voter List 2002 due to inadvertence. BISWANATH SHAW S/O Late Chhedi Shaw and BISWANATH TURAHA S/O Late Chhedi Turaha i.e. my grandfather was the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমি শেফালী সরদার, স্বামী- সত্যচরণ সরদার, সাং গাংনাপুর, সেজদিয়া, নদীয়ার বাসিন্দা। আমার নদীয়া জেলার ১৭৫ নং গাংনাপুর মৌজায় ২৮৮২ নং খতিয়ানে এবং ৪৮১ ও ৪৮৫ নং দাগে মোট ০৪ শতক জমি সত্বর বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ উক্ত জমিটি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়েন তাহলে আমার উপরোক্ত ঠিকানায় অথবা ৯৯৩২৭১৯১৩১ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

এতদ্বারা জানানো যায় যে, শ্রী তপন কুমার ধোলে, পিতা-তারক চন্দ্র ধোলে, ঠিকানা-খুড়িগাছি, পোঃ সারদাপল্লী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১২৪-এর পক্ষ হইতে জানাইতেছি যে, আখতারি বানু, স্বামী-সরফুদ্দিন, ঠিকানা- এস.এম. মেইন রোড, পোঃ-বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, ইং- ১২.০৭.২০১৩ তারিখে চন্দননগর সাব রেজিষ্ট্রিকৃত IV-207/2013 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১। শিউলাল চৌধুরী, পিতা-মৃত নারায়ন চৌধুরী, ২। গনেশ হালদার, পিতা-মৃত নলিন চন্দ্র হালদার, ৩। কিশোর কুমার কেওট, পিতা-রাম লক্ষন কেওট, সকলের ঠিকানা-১নং নর্থ ব্রুক কুলি লাইন নং-৩৮, রুম নং-১১০, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, জে.এল. নং. ২২৩, মৌজা-খুড়িগাছি, সাবেক আর.এস. ৩৭৬ নং খতিয়ান-এর এল.আর. ৬১৫ ও ৩৪৬ নং খতিয়ান ভুক্ত, আর.এস. দাগ ১০৯২, এল.আর. দাগ-১১১৯, ২৬ শতক শালি জমি পরিপ্রেক্ষিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় সহ অন্যান্য বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তার দলিল সংক্রান্ত কাহারও কোনও প্রকার আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তির দিন হইতে ১ মাস সময়ের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় আইন মাফিক কার্য্য করা হইবে।

বিনীত
তপন কুমার ধোলে

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শিশু মিশ্র, পিতা- ঁবহুবল্লভ পাত্র, স্বামী- রামজি মিশ্র, সাং- সাহাপুর, পোঃ- গোপীকান্তপুর, জেলা- বাঁকুড়া -এর স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছে। আমার মক্কেলের বোন, যাহার নাম ছবি সিং, পিতা- ঁবহুবল্লভ পাত্র, স্বামী- ঁরামনারায়ন সিং, সাং- সেলামপুর, ছাবড়া, বিহার আমার মক্কেলের বোন আনুমানিক ১৫ বৎসর পূর্বে নিখোঁজ হইয়াছে। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি আমার মক্কেলের বোনের কোন সন্ধান পান, তাহলে উপরোক্ত ঠিকানায় এবং ৮৫৩৫৯৭৪২০৮, ৯৪৭৪১৮৫২৫০ এই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

নিখোঁজ ব্যক্তির বিবরণ- নাম- ছবি সিং, উচ্চতা- আনুমানিক ৫ (পাঁচ ফুট) গায়ের রং- ফর্সা, দেহের গঠন- মাঝারি, চোখে চশমা আছে।

বিনীত-
Joyjit Mondal
Advocate
Bishnupur Court, Bank
Ent. No-F/1466/1275

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

এতদ্বারা সকলকে জানানো হইতেছে যে, **১) অশোক কুমার বাকুলী, ২) দিলীপ কুমার বাকুলী, ৩) বঙ্কু বিহারী বাকুলী ও ৪) শঙ্কর কুমার বাকুলী ওরফে শংকর বাকুলী,** সকলের পিতা- স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ বাকুলী ওরফে বিজয় কুমার বাকুলী, সাং-বামুনআড়ী, থানা-ডানকুনি, এলাকার বাসিন্দা তাঁহাদের পক্ষে **(ডি.এস.আর.-২ হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-৩০/ ২০১৬ নং দলিল মূলে)** তাঁহাদের নিযুক্তিয় **আমমোক্তার ঃ- সেখ আসগার আলী,** পিতা-(মরহুম) সেখ হাফেজ আব্দুল হাই **ও বাবুনন্দ প্রসাদ,** পিতা- স্বর্গীয় সুরোজ দেও প্রসাদ, মহাশদ্বয়-দের নিকট হইতে **জেলা- হুগলী, থানা- ডানকুনির অন্তর্গত, জে.এল. নং-২৫, 'বামুনআড়ী' মৌজায় অবস্থিত হাল ৪৩, ৩৪৪, ৫২৪, ৮৬৭ ও ১৬১২ নং খতিয়ানভুক্ত ঃ- হাল ১৩৭০ নং দাগে ৩.২৫ শতক 'ডাঙ্গা' সম্পত্তি সেখ আসাদুল,** পিতা- (মরহুম) সেখ সিরাজুল মহাশয় ক্রয় করিয়াছেন, এবং তিনি মিউটেশানের আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে শ্রীরামপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে জানাইতে পারেন।

SANKAR DAS
(ADVOCATE)
Reg. No.- F/405/12
District Judge's court,
Chinsurah, Hooghly.

নাম-পদবী

আমি বিশু সেখ স্বামী- মোহর সেখ, সাং নতুনগ্রাম শক্তিনগর কোতয়ালী নদীয়া। আমার স্বামীর আসল নাম মোহর সেখ। গত ১৭/০৬/২০১৬ তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস কৃষ্ণনগর কোর্টের ৮৪৬৫ নং এফিডেভিট বলে আমার স্বামী- মোহর সেখ, মেহের সেখ, এবং মোহর আলি সেখ সকলেই একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলেন।

নাম-পদবী

আমি অদীপ সাহা ২৮/০৩/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Adip Saha ও Adip Kr. Saha উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম এবং আমার ভুল জন্ম তাং ৮/১২/১৯৬৬ থেকে আসল জন্ম তাং ০৬/১২/১৯৬৬ আমার আসল নাম Adip Saha.

AFFIDAVIT

Md Arif son of Abdul Latif of H.NO-11, B.L.NO-22, Baraipara, P.O.- R.L.B.Lane P.S.- Bhatpara, District:- North 24 Pgs, PIN- 743194 and Md Arif and Arif is the same and one identical person on the strength of an affidavit S.L. No. 186 Dated 11-08-2026 before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore. Now I am known as Md Arif son of Abdul Latif.

দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেল **অভিজিৎ মন্ডল** পিতা গৌর মন্ডল সাং আঁসকল পোস্ট হোয়েড়া, থানা মগরা জেলা হুগলী। আমার মক্কেলের নিকট হইতে দুটি বিক্রয় কোবালা ০৬/০৩/২০২৫ সালে হারাইয়া যায়, যাহার নম্বর **২২৩৫/১৯৯৭, যাহা ভল্যুম নং ৩৯, যাহা ১০৭-১১২ নং পৃষ্ঠায় লিপি বদ্ধ ও ২৫৬৭/১৯৯৯, যাহা ভল্যুম নং ৪৮, যাহা ৩৭-৪২ নং পৃষ্ঠায় লিপি বদ্ধ আছে।** আমার মক্কেল উক্ত হারাইয়া যাওয়া দলিলগুলোর সম্পর্কে ১১/০৩/২০২৫ তারিখে **মগরা থানায়** জ্ঞাত করাইয়া একটি **জেনারেল ডায়রি** লিপিবদ্ধ করেন যাহার নম্বর **৭৮৭/২০২৫।** যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি উপরি উল্লেখিত দলিল পাইয়া থাকেন তাহা হইলে উক্ত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নে লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিয়া বাধিত করিবেন।

- ধন্যবাদান্তে
শুভেনজিৎ দাস, এ্যাডভোকেট,
শ্রীরামপুর কোর্ট অফিস - ৫০১, জি. টি. রোড কস্তুরি হাউজিং, মাসিরবাড়ি পোস্ট - মহেশ, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২২০২
মোবাইল - ৯৪৩৩৮০৯৬৫৫

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ ১) শ্রীমত্যা দিপালী পান, স্বামী- ঁভরত চন্দ্র পান, ২) শ্রেয়া মন্ডল, পিতা- ঁঅমল কুমার মন্ডল, ৩) শ্রীমত্যা শম্পা মন্ডল, স্বামী- ঁঅমল কুমার মন্ডল, ৪) শ্রীমতি সুচেতা পান, স্বামী-বাপ্পা পান, মৌজা-আলতারা, জে.এল.-০৮, থানা-ভদ্রেশ্বর, হাল বা এলআর ৪৮ নং খতিয়ানের হাল দাগ ২১২/ ১৩৬০ ভুক্ত সম্পত্তি সাফ্ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রীমত্যা ভারতী চক্রবর্ত্তী, স্বামী- ঁকমলাজীবন চক্রবর্ত্তী, শ্রী দেবদাস চক্রবর্ত্তী, পিতা- ঁকমলাজীবন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতি শিখা রায়, স্বামী শ্রী সনাতন রায় (পিতা- ঁকমলাজীবন চক্রবর্ত্তী)-এর নিকট হইতে চন্দননগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল নং যথাক্রমে ০৩২৮/ ২০২২, ০৩২৭/ ২০২২, ০৩২৬/ ২০২২ ও ০৩২৫/ ২০২২ মূলে প্রাপ্ত হয়েন যাহা ঐ দলিলের বিক্রেতা শ্রীমত্যা ভারতী চক্রবর্ত্তী, স্বামী- ঁকমলাজীবন চক্রবর্ত্তী, শ্রী দেবদাস চক্রবর্ত্তী, পিতা- ঁকমলাজীবন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতি শিখা রায়, স্বামী শ্রী সনাতন রায় (পিতা- ঁকমলাজীবন চক্রবর্ত্তী) ০৮/ ০৬/ ২০২২ তারিখে চন্দননগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪নং বহির ৬০৪ নং ভ্যলুমে ২৫৫৮ হইতে ২৫৭৪ পাতায় লিপিবদ্ধ ০১৭৩ / ২০২২ নং দলিল মূলে আমমোক্তার নামা হিসাবে শ্রী সৌরভ পান, পিতা- ভরত চন্দ্র পান মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞাপণের আমমোক্তার নামাতে যদি কাহারো আপত্তি থাকে তাহা হইলে মানকুন্ডু বি.এল.আর.ও. অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে হইবে।

সৌম্যদীপ সরকার (অ্যাডভোকেট)
Hooghly District Judges' court

Bhakta Bala B.Ed. College, Vill. & P.O. Tilakpur, Dist. Nadia, West Bengal- 741164,
RECRUITMENT NOTICE
Application are invited for Asst. Professors for B.Ed. Programme: One (1) Asst. Professor for Education Subject, Qualification & Experience as per NCTE norms. Interested candidate may send their updated Bio-data/ CV along with copies of all educational qualification testimonials, including all semester/year marksheets, Aadhaar, Voter Id, PAN, Bank Passbook & Passport size Photograph within 7 days to: bhaktabalacollege@gmail.com/bhaktabalacollegev2@gmail.com. Helpline- 7718530332/9476280164

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
টাইপ কর্ণার
নিরঞ্জন পাল
ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১,
ফোন- ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শুভঙ্কর দাস, পিতা - নরেশ চন্দ্র দাস, সাং - ডি.এল. রায় রোড, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালী, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১ ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশান-এর পক্ষে একজন ট্রাস্টী হিসাবে গত ইংরাজী ২৭/০৫/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত ও দাখিলকৃত এবং ২৯/০৫/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর. কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১ নং বহির, ১৩০২-২০২৬ নং ভলুমের ১১৬৭৪৫ হইতে ১১৬৭৬৪ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ১৩০২০৪৭৫২/২০২৬ নং বিক্রয়কোবালা দলিল মারফৎ (১) সুদীপ্ত মোদক, পিতা- দীপক মোদক, সাং- গোলাপটী, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালী, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১ পক্ষে (এ.ডি.এস.আর. কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৪নং বহির ১নং সি.ডি. ভল্যুমের ৬৮ হইতে ৭৬ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ০০০০৮/২০১৫ নং আমমোক্তার দলিল বলে) নিযুক্ত আমমোক্তার সুনীল কুমার বিশ্বাস, পিতা- স্বর্গীয় গয়ানাথ বিশ্বাস, সাং- কালীপুর (সত্যপীরতলা) পোঃ ভাতজাংলা, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০২, (২) রুম্পা বিশ্বাস ও (৩) ঝুম্পা বিশ্বাস, উভয়ের পিতা- সুনীল কুমার বিশ্বাস, উভয়ের সাং- কালীপুর (সত্যপীরতলা) পোঃ ভাতজাংলা, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০২ মহাশয় মহাশয়ার নিকট হইতে জেলা- নদীয়া, থানা- কোতোয়ালী, মৌজা- বারুইহুদা (জে.এল. নং ৯১) অন্তর্গত এল.আর. ১৬০২ নং খতিয়ানে লিখিত আর.এস. ২২, এল.আর. ১৩৫ নং দাগে ১৯.৫৭ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন।উক্ত সম্পত্তি আমার মক্কেল কৃষ্ণনগর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. কৃষ্ণনগর-১ অফিসে বর্তমান মালিক ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশান-এর নামে রেকর্ড করিবার জন্য MN/2026/1309/10037 নং মিউটেশান কেস দাখিল করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি বর্তমান মালিকের নামে রেকর্ড হইবার বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. কৃষ্ণনগর-১ অফিসে লিখিত জানাইবেন।

Satyabrata Ghosh, Advocate, Krishnagar Judge's Court, Nadia

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের ঘোষণা
কলেজের জিবিতে ফের জনপ্রতিনিধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: কলেজের গভর্নিং বডি থেকে প্রশাসকদের সরিয়ে ফের বিধায়ক ও সাংসদদের দায়িত্ব দিল রাজ্য সরকার। শনিবার শিক্ষাদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে সরকারি ও সরকার পোষিত কলেজগুলির গভর্নিং বডির সভাপতিদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এই তালিকায় থাকা জনপ্রতিনিধিরা সকলেই নিজস্ব দলীয় প্রতীকে নির্বাচিত বলেই সূত্রের খবর। ৪ মে রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকার পোষিত স্কুল-কলেজের গভর্নিং বডি ভেঙে প্রশাসক বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তখন রাজ্য সরকার জানিয়েছিল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচালন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমানোই লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজেও জানিয়েছিলেন, গভর্নিং বডিতে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব রাখা হবে না। যদিও শনিবার সেই ব্যবস্থাতেই বদল এল।

নতুন জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সরকারি ও সরকার পোষিত কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি হবেন বিধায়ক অথবা সাংসদরা। এক্ষেত্রে প্রকাশিত তালিকা দেখা যাচ্ছে, কয়েক জন জনপ্রতিনিধি তাঁদের নিজের বিধানসভা বা লোকসভা এলাকার বাইরের কলেজের দায়িত্বও পেয়েছেন।

যদিও এই সিদ্ধান্ত ঘিরে শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে ফের প্রশ্ন ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। অতীতে বাম আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে 'অনিলায়ন' শব্দটি চালু হয়েছিল। পরে তৃণমূল আমলেও কলেজের পরিচালনা, ভর্তি এবং ছাত্র সংগঠনের নানা কার্যকলাপ ঘিরে দলীয় প্রভাবের অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি কলকাতার একটি কলেজে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পরীক্ষা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শাশ্বতী দত্ত। পরে স্থায়ী অধ্যক্ষ নিয়োগের প্রক্রিয়ায় তাঁকে ডাকা হয়নি বলেও অভিযোগ ওঠে। এই বিষয়ে শিক্ষা মহলের একাংশের প্রশ্ন, কলেজের পরিচালন সংস্থার শীর্ষ পদে সরাসরি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বসিয়ে শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতির প্রভাব থেকে দূরে রাখা কতটা সম্ভব হবে। বিশেষ করে যখন একাধিক বিধায়ক ও সাংসদ নিজের নির্বাচনী এলাকার বাইরের কলেজের দায়িত্বও পেয়েছেন, তখন এই প্রশ্ন আরও জোরালো হয়ে উঠছে।

উল্লেখ্য, বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা কোচবিহারের বিধায়ক রথীন্দ্র বসুকে কোচবিহার কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে বীরভূম জেলার দুটি কলেজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষকে শিলিগুড়ির দুটি কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি করা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তাকে শিলিগুড়ি কলেজ অফ কমার্সের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তালিকায় আরও দেখা যাচ্ছে, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তকে কলকাতার আশুতোষ কলেজ এবং শিক্ষামন্ত্রী তাপস রায়কে বিদ্যাসাগর কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে মনোনীত করেছে উচ্চ শিক্ষা দপ্তর। উচ্চ শিক্ষা দপ্তর সূত্রের দাবি, কলেজগুলির প্রশাসনিক ও একাডেমিক কর্মকাণ্ডে গতি আনতেই নতুন পরিচালন সমিতি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সভাপতিদের নেতৃত্বে শীঘ্রই কলেজগুলোতে পূর্ণাঙ্গ পরিচালন সমিতি গঠনের পরবর্তী প্রক্রিয়াও শুরু হবে।

পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের সাতদিনের পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আট দিনের পুলিশি হেপাজতের মেয়াদ শেষে ধৃত পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষকে শনিবার ফের ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়। বর্তমানে এই মোটা অঙ্কের একটি তোলাবাজির মামলায় বিচারক ধৃতকে আরও সাতদিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, লটারির কোটি টাকা আত্মসাৎ এবং অভয়ার দেহ তড়িঘড়ি সৎকার করার অভিযোগে গত ১৩ অগস্ট ওড়িশার একটি হোটেল থেকে খড়দা থানার পুলিশ পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন অর্থাৎ ১৪ অগস্ট তাঁকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক আট দিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আট দিন পুলিশি হেপাজতের মেয়াদ শেষে এদিন ফের তাঁকে ব্যারাকপুর আদালতে পেশ করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, গত ১৪ অগস্ট খড়দা থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় ডিম বৃষ্টির পাশাপাশি চড়, কিল খেতে হয়েছিল পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ককে। যদিও এদিন কড়া পুলিশি প্রহরার মধ্য দিয়ে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছিল।

কলকাতার প্রান্তিক সমাজকর্মীদের সামনে আনল 'সেতু ২০২৬'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সমাজকল্যাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির জন্য ১৩ কোটি টাকা অনুদানের প্রতিশ্রুতি মিলল 'সেতু ২০২৬'-এ। শুক্রবার কলকাতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ২০০-র বেশি সমাজসেবী, কর্পোরেট ও সিএসআর কর্তৃপক্ষ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। আয়োজন করে সোশ্যাল ভেঞ্চার পার্টনার্স ইন্ডিয়া (এসভিপি ইন্ডিয়া)-র কলকাতা চ্যাপ্টার। অনুষ্ঠানের মূল বার্তা ছিল; এককালীন অনুদান নয়, সমাজে স্থায়ী পরিবর্তন আনতে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা, পেশাদার দক্ষতা, পরামর্শ ও যোগাযোগ। 'সেতু ২০২৬'-এ কলকাতায় কাজ করা চারটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাজ ও তাঁদের নানা উদ্যোগও তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানের সম্মানীয় অতিথি ছিলেন রোহিণী নীলেকণি, ফিলানথ্রপিজের চেয়ারপার্সন রোহিণী নীলেকণি। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, সামাজিক পরিবর্তন কোনও দ্রুত ফল পাওয়ার বিষয় নয়। যে সমস্ত নতুন বা তুলনায় কম পরিচিত ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থের জোগান এখনও সীমিত, সেখানে দীর্ঘমেয়াদি এবং ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা-সহ অর্থের জোগান জরুরি। একই সঙ্গে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে একটিমাত্র পথ অনুসরণ না করে নানা ধরনের ভাবনা ও স্থানীয় উদ্যোগকে সুযোগ দেওয়ার উপরও জোর দেন তিনি।

'সেতু ২০২৬'-এ বিশেষ ভাবে তুলে ধরা হয় কলকাতার চারটি সংস্থার কাজ; এক তারা, বাণী ডেফ চিলড্রেন'স ফাউন্ডেশন, উদয়ন কলকাতা এবং ইয়ং মেন'স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি (ওয়াইএমডব্লিউএস)। শিক্ষা, প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি, স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন, জীবিকা এবং সমাজ উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে এই সংস্থাগুলি।

অ্যাসোসিয়েট অফ কর্পোরেট অ্যাডভাইসরস অ্যান্ড এক্সিকিউটিভস এর উদ্যোগে আয়োজিত 'রি-ইমাজিনিং বেঙ্গল' শীর্ষক অনুষ্ঠানের বার্ষির কনফারেন্স ২০২৬-এ উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদার। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি, শিল্প, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় হয়। বাংলাকে আরও সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভর ও বিনিয়োগবান্ধব করে তুলতে সম্মিলিত সরকারের উদ্যোগ ও পরিকল্পনার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়। ছবি: অদিতি সাহা

সুন্দরবনে শোকের ছায়া, মৃত্যু ১৬ বছরের পুরুষ বাঘ 'সুন্দর'-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝড়খালি: গভীর শোকের ছায়া সুন্দরবন জুড়ে। কারণ ঝাড়খালির সুন্দরবন ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল পার্কে মৃত্যু হল প্রায় ১৬ বছর বয়সি পুরুষ বাঘ 'সুন্দর'-এর। শনিবার ভোরে তার মৃত্যু হয়েছে বলে বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, গত প্রায় ১২ দিন ধরে একটি সংক্রমণজনিত অসুস্থতায় ভুগছিল বাঘটি। ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তার চিকিৎসাও চলছিল। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। শনিবার ভোরের দিকে তার মৃত্যু হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চলতি মাসেই এই ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে এক বাঘিনীরও মৃত্যু হয়। বর্তমানে এই 'সুন্দর'-ই একা ছিল এই ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে। ডিএফও নিশা গোস্বামী বলেন, বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিল সুন্দর। সংক্রমন জনিত অসুস্থতায় ভুগছিল। পশু চিকিৎসকরা সমস্তরকম চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হয়নি। সূত্রের খবর, সুন্দরের অসুস্থতার কারণে বেশ কিছুদিন ধরে ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে পর্যটকদের আনাগোনা বন্ধ রাখা হয়েছিল বন দপ্তরের তরফে।

চুরি যাওয়া টোটো, সাইকেল উদ্ধার করে প্রাপকদের হাতে তুলে দিল পুলিশ: চুরি যাওয়া টোটো, সাইকেল উদ্ধার করে শনিবার প্রাপকদের হাতে তুলে দিলেন নৈহাটির থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, নৈহাটির মক্রেশ্বর ঘাট এলাকার বাসিন্দা সুশীল রজকের টোটো এক সপ্তাহ আগে পুরসভার পাশের গ্যারেজ থেকে খোয়া গিয়েছিল। এদিন নিজের টোটো ফিরে পেয়ে খুশি সুশীল বাবু।

মির্জা গালিব স্ট্রিটের ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডের পর সুরক্ষার খাতিরে বন্ধ হয়েছে বেশ কয়েকটি কম দামি হোটেল, দিশেহারা পর্যটক।

তিনদিন পর বেহালার বাড়ি থেকে নিউ মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডে ধৃত হোটেল মালিক বীরেশ্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিউমার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিটে শিখা ইন হোটেলে আগুনের ঘটনায় তিন দিন পর গ্রেপ্তার হলেন ওই হোটেলের মালিক বীরেশ্বর মিত্র। শনিবার ডায়মন্ড হারবার রোডের বেহালায় তাঁর বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। মঙ্গলবার গভীর রাতের ওই অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছিল ৯ জনের। তাঁদের মধ্যে ৮ জনই বাংলাদেশের নাগরিক বলে পুলিশ সূত্রে খবর। হোটেলে আগুন লাগার পর থেকেই বীরেশ্বরের খোঁজ মিলছিল না। হোটেলের পাশেই তাঁর আর একটি হোটেল 'জাপন' রয়েছে। আগুন লাগার রাতে সেখানকার কর্মীরাই প্রথম বিপরীতের শিখা ইন থেকে ধোঁয়া ও আগুন দেখতে পান। হোটেলের কর্মী ইন্দ্রদেব পাসওয়ান ফোন করে মালিককে খবর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমে ফোন ধরেননি বীরেশ্বর। পরে একাধিকবার ফোন করা হলেও সাড়া মেলেনি। কিছু সময় পর তাঁর ফোন বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকেই তাঁর অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। শেষ পর্যন্ত শনিবার বেহালার বাড়িতে তাঁর হদিস মেলে। সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হোটেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অনুমোদন এবং অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।

যদিও কলকাতা পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে, ঘটনার কয়েক মাস আগে শিখা ইনের একটি তলা আবু জাফর নামে এক ব্যবসায়ীকে ভাড়া দিয়েছিলেন বীরেশ্বর। সেই চুক্তি অনুযায়ী মাসে ৪০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিল। মঙ্গলবার আগুনের ঘটনার পর জাফরও এলাকা ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। সে তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে উত্তরপ্রদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তবে তার আগেই এন্টালিতে এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের পর নিউ মার্কেট এলাকার আরও একাধিক হোটেল ও রেস্তরাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। দমকলের তরফে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়া হয়েছে। কিছু হোটেল সিলও করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। শিখা ইন-কাণ্ডের পর মূল প্রশ্ন এখন হোটেলটির অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। কী কী নিয়ম মানা হয়েছিল, কোথায় গাফিলতি ছিল এবং বেআইনি ভাবে কোনও অংশ ব্যবহার করা হচ্ছিল কি না, সব দিকই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এছাড়াও মালিক বীরেশ্বর মিত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হবে। মঙ্গলবার রাতের আগুনে প্রাণ হারানো ৯ জনের মধ্যে ৮ জন বাংলাদেশি হওয়ায় ঘটনায় আন্তর্জাতিক মাত্রাও তৈরি হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েক জন চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। আগুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়েছে নিউ মার্কেট এলাকার হোটেল ব্যবসার নিরাপত্তা ব্যবস্থা। মালিক গ্রেপ্তারের পর তদন্ত কোন দিকে এগোয়, এখন সেই দিকেই নজর

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নামে ইস্যু ১৯টি বই
জমা পড়েনি রবীন্দ্র রচনাবলীর ১৮টি খণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার গ্রন্থাগারের খাতায় এখনও 'ফেরত' হিসাবে দেখা যাচ্ছে না প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ইস্যু হওয়া ১৯টি বই। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলীর ১৮টি খণ্ড এবং একটি 'সঞ্চয়িতা' রয়েছে। বিধানসভার গ্রন্থাগার সূত্রে খবর, বইগুলি মমতার বাড়ি বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে নেই। তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বিধানসভা চেম্বারেই সেগুলি রাখা আছে বলে জানানো হয়েছিল। যদিও গ্রন্থাগারের নথিতে এখনও বইগুলি আনুষ্ঠানিক ভাবে জমা পড়েনি।

বিধানসভা সূত্রের খবর, মমতার নামে ইস্যু করা বইগুলির বিষয়ে গ্রন্থাগারের তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তখন জানানো হয়, বইগুলি তাঁর ব্যক্তিগত হেপাজতে নেই এবং বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বরাদ্দ নির্দিষ্ট চেম্বারেই রাখা আছে। ফলে এখন গ্রন্থাগারের হিসাবের সঙ্গে বইগুলির বাস্তব অবস্থান মেলানোই মূল কাজ।

যদিও চেম্বারে বই থাকলেও গ্রন্থাগারের কর্মীরা নিজেরা সেখানে ঢুকে তা এখনও যাচাই করতে পারেন না। প্রশাসনিক নিয়ম অনুযায়ী, বর্তমান স্পিকারের অনুমতি ছাড়া চেম্বারে গিয়ে আলমারি বা অন্য জায়গায় রাখা বই খোঁজার কোনও সুযোগ নেই। সেই কারণেই বইগুলি ঠিক কোথায় রাখা আছে, তা গ্রন্থাগারের রেকর্ডে এখনও স্পষ্ট হয়নি। রাজ্য বিধানসভার গ্রন্থাগারে বই নেওয়ার নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। এক জন বিধায়ক একসঙ্গে সর্বাধিক চারটি বই নিতে পারেন এবং সাধারণত এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে তা ফেরত দেওয়ার কথা। কিন্তু গ্রন্থাগার সূত্রের দাবি, বর্তমানে প্রায় ২০ থেকে ২২ জন প্রাক্তন ও বর্তমান বিধায়কের নামে বই ইস্যু হয়ে রয়েছে, যেগুলির সব এখনও ফেরত আসেনি। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এখনও বিধায়ক। মমতার নামে থাকা বইগুলির মধ্যে রবীন্দ্র রচনাবলীর ১৮টি খণ্ড থাকার বিষয়টিও নজরে এসেছে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের। দীর্ঘদিন ধরে বইগুলি নথিতে ফেরত না থাকায় সেগুলির অবস্থান যাচাই করে আনুষ্ঠানিক ভাবে ফেরত নেওয়া যায় কি না, তা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠেছে।

বিধানসভার গ্রন্থাগার শুধু বই ধার দেওয়ার জায়গা নয়। এখানে স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রথম অধিবেশন থেকে শুরু করে পরবর্তী বহু অধিবেশনের কার্যবিবরণী সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়াও রাখা আছে পুরনো সরকারি নথি, বিরল বই এবং বাংলার রাজনৈতিক ও পরিষদীয় ইতিহাসের নানা দলিল। সূত্রের খবর,

বিধানসভার গ্রন্থগারের সংগ্রহে থাকা বইয়ের সংখ্যা দুই লক্ষেরও বেশি। এই পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারের তথ্যভাণ্ডার ডিজিটাল করার প্রয়োজনের কথাও উঠছে। কোন বই কখন কার নামে দেওয়া হয়েছে, ফেরত দেওয়ার নির্ধারিত সময় কবে এবং সেটি বর্তমানে কোথায় রয়েছে, এই তথ্য এক জায়গায় থাকলে বইয়ের হিসাব রাখা সহজ হবে বলেই সূত্রের খবর। একই সঙ্গে দুর্লভ বই ও পুরনো নথির ডিজিটাল প্রতিলিপি তৈরি হলে মূল নথি নষ্ট বা হারিয়ে যাওয়ার চিন্তাও কমবে। যদিও তার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ইস্যু হওয়া ১৯টি বই-সহ প্রাক্তন ও বর্তমান বিধায়ক, মন্ত্রী এবং পদাধিকারীদের নামে থাকা সব বই ও নথির হিসাব মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন বলেই জানা যাচ্ছে গ্রন্থাগার সূত্রে। মমতার নামে থাকা রবীন্দ্র রচনাবলীর ১৮টি খণ্ড এবং 'সঞ্চয়িতা' সত্যিই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পুরনো চেম্বারে রয়েছে কি না, তা আনুষ্ঠানিক ভাবে যাচাই হলেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে বলেই বলছেন গ্রন্থাগার কর্মীদের একাংশ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৩ অগস্ট ২০২৬, ৫ ভাদ্র ১৪৩৩, রবিবার

‘আর নোটিস নয়, এবার সোজাসুজি সিল করা হবে’

মির্জা গালিব স্ট্রিটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তোপ অগ্নিমিত্রা পলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নোটিস পাঠিয়ে কিংবা শোকজ করে কাজের কাজ কিছুই হয় না! বেনিয়ম চোখ পড়লেই আর কোনও রেয়াত নয়, সরাসরি সিল করে দেওয়া হবে বেআইনি হোটেল। কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের ‘শিখা ইন’ হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৯ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর এবার এমনই চরম হুঁশিয়ারি দিতে শোনা গেল প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের। শনিবার মার্কুইজ স্ট্রিটের ঘিঞ্জি গলির হোটেল ও গেস্ট হাউসগুলি সরেজমিনে পরিদর্শনে এসে চরম ক্ষোভ উগরে দেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। সেই সঙ্গেই শহরজুড়ে এতদিন ধরে কীভাবে প্রশাসনিক নাকের ডগায় এই ধরনের বিপজ্জনক কারবার চলছিল, তা নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তোলেন তিনি।

কয়েক দিন আগেই ফ্রি-স্কুল স্ট্রিট সংলগ্ন মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি বহুতলে ঘটে যায় এক নারকীয় অগ্নিকাণ্ড। ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান শিশু-সহ ৯ জন আবাসিক, যার মধ্যে ৭ জনই ছিলেন বাংলাদেশি নাগরিক। এর পরই শহরজুড়ে বেআইনি গেস্ট হাউস ও ফায়ার লাইসেন্সহীন হোটেলের রমরমা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়। দমকল সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই ধর্মতলা চত্বরে অভিযান চালিয়ে ১৬টি বেআইনি হোটেল সিল করে দেওয়া হয়েছে এবং আরও ২৫টি হোটেলকে শোকজ নোটিস পাঠানো হয়েছে।

তবে শনিবার মার্কুইজ স্ট্রিটে হোটেলগুলির সার্বিক সুরক্ষা খতিয়ে দেখতে গিয়ে ক্ষুব্ধ সুরেই জানানো হয়, শোকজের পুরোনো নোটিস-রাজনীতিতে কোনো কাজ হচ্ছে না। স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ‘নোটিসে কাজের কাজ কিছুই হয় না। কোথাও অনিয়ম দেখলে গেস্টদের সরানোর জন্য বড়জোর ২৪ ঘণ্টা সময় দিন, তারপর তালা ঝুলিয়ে গালা দিয়ে সিল করে দিন। যাবতীয় নথি ও সুরক্ষা ব্যবস্থা ঠিক থাকলে তবেই আবার হোটেল খোলার অনুমতি পাবে।’ একই সঙ্গে তোপ দেগে প্রশ্ন তোলা হয়, তৎকালীন পুরপ্রশাসক তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব কীভাবে দিনের

পর দিন এই ধরনের প্রাণঘাতী বেনিয়মে সায় দিয়ে আসছিলেন? আগে নেতাদের বাড়ি বাড়ি কমিশনের ‘পার্সেন্টেজ’ পৌঁছে যেত বলেই কি সুরক্ষা শিকেয় উঠেছিল? তবে এখন আর টাকা দিয়ে বেনিয়মকে ঢাকা দেওয়া যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে নিউ মার্কেট ও সংলগ্ন ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটে কান পাতলে এটাও শোনা যায়, এই অঞ্চলের দুই কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে একটি গভীর দুর্নীতির নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। পাঁচশো টাকা বা তারও কম ভাড়ায় মেলে এক-একটি রুম। এই চক্রের জালে জড়িয়ে রয়েছে পুরসভার লাইসেন্স বিভাগ, স্থানীয় পুলিশ এবং দমকলের একাংশ। অভিযোগ, ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটে দমকলের সদর দপ্তরের ঠিক বাইরে নির্দিষ্ট কিছু দোকানে দালালদের রমরমা। প্রতি বছর ‘টেবিলের নিচে’ লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেনের বিনিময়ে রিনিউ হয়ে যেত জতুগৃহসম এই হোটেলগুলির ফায়ার লাইসেন্স।

শুধু পরিকাঠামোগত বেনিয়মই নয়, এই ঘিঞ্জি এলাকায় গড়ে উঠেছে বেআইনি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের চক্রও। বাংলাদেশি পর্যটকদের ভিড়কে কাজে লাগিয়ে ছোট ছোট কাউন্টারে সরকারের চোখ এড়িয়ে চলত বেআইনি কারেন্সি এক্সচেঞ্জ। যার একটি বড় অংশ হাওয়ালার মাধ্যমে পাচার হয়ে যেত বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। স্টিফেন কোর্ট বা বড়বাজারের পর ‘শিখা ইন’-এর ঘটনা ফের প্রমাণ করল, প্রশাসনিক নজরদারির অভাবে তিলোত্তমার বুকে এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অজস্র মৃত্যুর ফাঁদ। আপাতত পরিস্থিতির গভীরতা বিবেচনা করে রাজ্য সরকারের নির্দেশে ২৫ অগস্ট থেকে শহরের ১৬টি বরোর সমস্ত বাণিজ্যিক ভবন, মার্কেট ও হোটেলে যৌথ বিশেষজ্ঞ টিমের কড়া ফায়ার অডিট শুরু হতে চলেছে।

ড্রাগ নেটওয়ার্ক ধরতে তেলেঙ্গানা মডেল বাংলায়, তৈরি হচ্ছে ‘এএনটিএফ’

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সীমান্ত পার করে রাজ্যে ঢুকছে মারাত্মক বিষ। হেরোইন, কোকেন, ইয়াবা কিংবা ব্রাউন সুগারের মতো মাদক শুধু যুবসমাজকে ধ্বংস করছে না, সেই কালো টাকা চলে যাচ্ছে সন্ত্রাসবাদীদের পকেটেও। রাজ্যে মাদকের এই রমরমা কারবার এবং তার সঙ্গে জড়িত ‘টেরর ফান্ডিং’-এর বিপজ্জনক ছক ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে এবার চরম পদক্ষেপ করতে চলেছে নবান্ন। তেলঙ্গানার বিখ্যাত ‘ঈগল’ অর্থাৎ ‘এলিট অ্যাকশন গ্রুপ ফর ড্রাগ ল এনফোর্সমেন্ট’ মডেলের আদলেই বাংলায় তৈরি হতে চলেছে বিশেষ দল ‘অ্যান্টি নারকোটিক্স টাস্ক ফোর্স’। রাজ্য প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এই বিশেষ বাহিনীর রূপরেখা কার্যত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে সীমান্ত এলাকা দিয়ে মাদক পাচার এবং ‘নারকো-টেরর’ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, বাংলায় শুধু মাদক উদ্ধার কিংবা নিচুতলার খুচরো পাচারকারীদের গ্রেপ্তার করেই থামবে না এই বিশেষ ফোর্স। বরং পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো করে গোটা ড্রাগ নেটওয়ার্কের মূল চক্রীদের ঘাড়

উঁচিয়ে ধরবে ‘এএনটিএফ’।

গোপন গোয়েন্দা তথ্য, আধুনিক ডেটা অ্যানালিসিস এবং নিখুঁত ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে মাদকের উৎপাদন কেন্দ্র বা উৎস থেকে শুরু করে একেবারে ডিস্ট্রিবিউশন চেইন পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন বাহিনীর স্পেশ্যাল অফিসাররা। একইসঙ্গে নজর থাকবে টাকা লেনদেনের গোপন রুট বা ‘মানি ট্রেইল’-এর ওপর। কারণ গোয়েন্দাদের দাবি, সীমান্ত টপকে আসা মাদকের লভ্যাংশ সরাসরি রাষ্ট্রবিরোধী ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ফান্ড তৈরিতে ব্যবহার হচ্ছে।

গোয়েন্দা রিপোর্টে যে রুটগুলি নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম আন্তর্জাতিক সীমান্ত। আর যে সব সীমান্তবর্তী জেলা করিডর হিসেবে আন্তর্জাতিক পাচারকারীরা ব্যবহার করছে তার মধ্যে মূলত রয়েছে মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো আন্তর্জাতিক সীমান্ত। বাংলাদেশ ও নেপাল সীমান্ত দিয়ে ঢোকা মাদক ছড়িয়ে পড়ছে দেশের অন্যান্য প্রান্তে। এর পাশাপাশি উত্তর-পূর্বের করিডোরে মণিপুর থেকে অসম হয়ে উত্তরবঙ্গ দিয়ে বাংলায় মাদক ঢোকানোর একটি বড় আন্তঃরাজ্য চক্র সক্রিয় রয়েছে। ‘এএনটিএফ’ এবার নজরদারি চালাবে এই পুরো সিন্ডিকেটের ঘাড়ে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, সম্প্রতি পুরুলিয়ার বেলকুড়ি টোল প্লাজার কাছে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ এবং জেলা পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে একটি মিনি ট্রাক থেকে ৩২২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৭ জন আন্তঃরাজ্য পাচারকারীকে। এই ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করছে, রাজ্যের মাটিতে কীভাবে জাঁকিয়ে বসেছে পাচারকারীরা। তবে এবার আর আংশিক সাফল্য নয়, কেন্দ্র ও রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বয়ে এই সংগঠিত অপরাধের মূল শিকড় উপড়ে ফেলতেই ময়দানে নামছে ‘অ্যান্টি নারকোটিক্স টাস্ক ফোর্স’। খুব শীঘ্রই এই বাহিনী পূর্ণাঙ্গ শক্তিতে কাজ শুরু করবে বলে লালবাজার ও নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

‘নাতির নাম তৈমুর, বন্দে মাতরম নিয়ে বলা আপনার শোভা পায় না’

শর্মিলাকে তোপ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বন্দেমাতরম নিয়ে বিতর্কের আঁচ এবার পৌঁছল রাজ্যের রাজনীতিতেও। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে বন্দেমাতরম সম্পূর্ণ অংশ গাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রবীণ অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর। তাঁর সেই মন্তব্যের পরই শনিবার অভিনেত্রীকে তোপ দাগলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শর্মিলার নাতি তৈমুর আলি খানের নাম টেনে এনে তাঁর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। সম্প্রতি বন্দেমাতরম প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন শর্মিলা ঠাকুর। তাঁর বক্তব্য, গানের প্রথম দু’টি স্তবকে মূলত মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথা থাকলেও পরের অংশের কিছু শধবদ্ধ নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাসের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে সব ধর্মের মানুষের পক্ষে পুরো গানটি গাওয়া সম্ভব হবে কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছিলেন তিনি।

শুধু তাই নয়, শর্মিলা আরও বলেছিলেন, আমার মনে হয়, এমন অনেক ধর্মবিশ্বাসী মানুষ আছেন এদেশে, যাঁরা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী। ‘বন্দে কালী’ ‘বন্দে দুর্গা’, এই পংক্তিগুলির জন্য কিছু

কিছু ধর্মের মানুষের কাছে এই গান গ্রহণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর শর্মিলার এই বক্তব্যের সমালোচনা করে সরাসরি তাঁর পারিবারিক প্রসঙ্গ টেনে শনিবার আক্রমণ করলেন শমীক। শনিবার বন্দেমাতরম নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, শর্মিলা ঠাকুর ওনার ব্যক্তিগত মতামত পেশ করতেই পারেন। কিন্তু শর্মিলা ঠাকুরকেও ভারতীয় জনতা মনে করাতে চায় যে, যে তৈমুর ভারতে আক্রমণ চালিয়ে মন্দির ধ্বংস করেছে, এই দেশের মানুষকে জবাই করেছে, এবং বলপূর্বক মানুষকে ধর্মান্তরিতকরণ করেছে, ধর্ষণ করেছে, যে অত্যাচার ইতিহাসের পাতায় লেখা রয়েছে, সেই একই নাম ওঁর বাড়িতেও রয়েছে। নাতির নামকরণ করেছেন তৈমুর আলি খান। এইজন্য উনি বন্দেমাতরম নিয়ে যত কম কথা বলবেন তত মঙ্গল। শমীকের বক্তব্য ঘিরে এবার নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

উল্লেখ্য, সইফ আলি খান ও করিনা কাপুরের বড় ছেলে তৈমুর আলি খানের নাম নিয়ে তাঁর জন্মের পর থেকেই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। নামটি নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনাও হয়েছিল। যদিও করিনার বক্তব্য অনুযায়ী, ‘তৈমুর’ শধের অর্থ লোহা এবং ছেলের ভবিষ্যৎকে ‘লৌহমানবের’ মতো শক্তিশালী করে গড়ে তোলার ভাবনা থেকেই এই নাম রাখা হয়েছিল।

নিউটাউনে উদ্ধার মাথা থেঁতলানো বস্তাবন্দি দেহ, অভিযুক্তের খোঁজে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: নিউটাউনের বুকে ফের দুঃসাহসিক অপরাধের ঘটনা। শনিবার সকালে নিউটাউন ইকোপার্ক থানার অন্তর্গত স্বামীজি নগর এলাকা থেকে উদ্ধার বস্তাবন্দি অবস্থায় এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ। মৃতের নাম সৌরভ বিশ্বাস। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইকোপার্ক থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য বিধাননগর হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, বছর বত্রিশের সৌরভের মুখ ভারী কোনো বস্তু দিয়ে নির্মমভাবে থেঁতলে দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি পুলিশ সূত্রে এও জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দারা স্বামীজি নগরের একটি গলির মুখে চট ও বস্তায় ঢাকা অবস্থায় দেহটি দেখতে পান। মৃতদেহের একাধিক স্থানে গভীর ক্ষত রয়েছে এবং শরীরে একাধিক ট্যাটুও দেখা গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর চিকিৎসকদের অনুমান, অন্তত ৩ থেকে ৪ দিন আগে ওই যুবককে খুন করা হয়েছিল।

তদন্তে নেমে পুলিশ এলাকার একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে

দেখে ইকোপার্ক থানার পুলিশ। ফুটেজে দেখা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোর ৪টে ২০ মিনিট নাগাদ এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবক কাঁধে করে একটি বস্তাবন্দি ভার বহন করে নিয়ে আসে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাইকের পেছনে দেহটি ফেলে তার ওপর ইট ও অতিরিক্ত বস্তা দিয়ে চাপা দেয় সে। প্রায় এক মিনিট দাঁড়িয়ে চারপাশ লক্ষ্য করার পর দ্রুত স্থান ত্যাগ করে অভিযুক্ত। আলো কম থাকায় দুষ্কৃতীর মুখ স্পষ্ট বোঝা যায়নি।

স্থানীয়দের দাবি, সৌরভ গত ৩ দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। অন্য কোথাও তাঁকে খুন করে রাতের অন্ধকারে স্বামীজি নগরের নির্জন গলিতে ফেলে যাওয়া হয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা তদন্তকারীদের। পুলিশ মামলা রুজু করে ঘাতকের সন্ধানে এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে।

বৃষ্টি এখনই কমছে না রাজ্যে, দক্ষিণ ও উত্তরের একাধিক জেলায় জারি হলুদ সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গোপসাগরের ওপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি অবশেষে বঙ্গোপসাগর ছেড়ে পশ্চিমে সরে গিয়ে বর্তমানে উত্তর-পূর্ব মধ্যপ্রদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। ফলে এর সরাসরি প্রভাব থেকে মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ। সমুদ্রে এই মুহূর্তে নতুন কোনো শক্তিশালী নিম্নচাপ বা ঘূর্ণাবর্ত না থাকলেও এখনই রেহাই মিলছে না বৃষ্টি থেকে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, মৌসুমি অক্ষরেখা এখনও এ রাজ্যে যথেষ্ট সক্রিয়। পাশাপাশি জলীয় বাষ্পের যোগান অব্যাহত থাকায় উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলতে থাকবে।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, খাতায়-কলমে শরৎকাল চলে এলেও আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষা বিদায় নেয়নি। সক্রিয় মৌসুমি বায়ু এবং স্থানীয় বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরির ফলে রাজ্যজুড়ে মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আর্দ্রতাজনিত ভ্যাপসা গরমও বহাল থাকছে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৮ ডিগ্রি বেশি। অন্যদিকে, শুক্রবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.১ ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭১ থেকে ৯৬ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করায় ভ্যাপসা

গরমে হাঁসফাঁস দশা শহরবাসীর।

দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া নিয়ে আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, শনিবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পুরুলিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। প্রতি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর রবিবার থেকে উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে বৃষ্টির তীব্রতা বাড়বে। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে রবিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এরপর সোমবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুড়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার এই সতর্কবার্তা বজায় থাকবে ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায়। তবে মঙ্গলবারের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির তেজ অনেকটাই কমবে এবং আবহাওয়াজনিত কোনো সতর্কতা থাকবে না।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের পার্বত্যাঞ্চলেও চলবে বৃষ্টি। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে শনিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। কোচবিহারেও দু-এক পশলা ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। আজ রবিবার ও সোমবার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির দাপট সাময়িক কমলেও, মঙ্গলবার থেকে আবারও পাহাড় সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী বর্ষণ শুরু হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। তবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে ভারী বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা না থাকলেও মাঝারি বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে।

বর্তমানে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশ লাগোয়া এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে, যা আগামী সপ্তাহের শুরুতে আরও কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। তা সত্ত্বেও বঙ্গোপসাগর তুলনামূলক শান্ত থাকায় আপাতত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি।

বিনিয়োগে হয়রানি নয়, শিল্পপতিদের পাশে থাকার বার্তা রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলায় শিল্প ও বিনিয়োগের পরিবেশ বদলের বার্তা দিলেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এবং অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। শনিবার ‘বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল’-এর উদ্যোগে আয়োজিত শিল্পপতিদের সমাবেশে দুই মন্ত্রীর বক্তব্যেই উঠে এল ব্যবসায়ীদের হয়রানি বন্ধ করা, নতুন বিনিয়োগ আনা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা।

এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী তাপস রায় বলেন, নতুন উদ্যোগপতিদের পাশাপাশি এতদিন যাঁরা বিভিন্ন কারণে সমস্যায় ছিলেন, সরকার তাঁদেরও পাশে থাকবে। ব্যবসা করতে গিয়ে যাতে কোনও রকম হয়রানি যাতে না হয়, সেই ভয়মুক্ত পরিবেশ তৈরির আশ্বাসও দেন তিনি। শনিবারের বক্তব্যে স্পষ্ট, বিগত কয়েক বছরে বিনিয়োগকারীরা এই রাজ্যে যে সমস্যার মুখে পড়েছেন, সেই পরিস্থিতি আর ফিরতে দিতে চায় না নতুন রাজ্য সরকার।

শিল্পমন্ত্রীর মতোই শনিবার অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তও রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যের পুরনো সমস্যাগুলি নিয়ে সরব হন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে আগের সরকারের আমলে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখে পড়ার অভিযোগ। তাঁর দাবি, রাজ্যের উপর প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা তৈরি করা হয়েছে। এই বিষয়টি বোঝাতে তিনি বলেন, কোনও একটি ব্যাঙ্কের উপর এমন ঋণের চাপ থাকলে কী পরিস্থিতি তৈরি হত, তা চন্দ্রশেখরবাবু বলতে পারবেন। তাঁর কথায়, লালবাতি জ্বলে যেত। শনিবার অর্থমন্ত্রীর আরও অভিযোগ, আগের সরকার একাধিক প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়ায় তার আর্থিক দায়ও এখন বর্তমান সরকারের ঘাড়ে এসে পড়েছে। একসঙ্গে সব বকেয়া মেটানো সম্ভব নয় বলেই কিস্তিতে তা মেটানোর পরিকল্পনা নেওয়া

হয়েছে বলেও জানান তিনি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথাও বলেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর মতে, এই ক্ষেত্রটি রাজ্যের অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে অর্থমন্ত্রীর দাবি, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলায় প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা এসেছে। শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়েছে, ধীরে ধীরে তা পূরণ করা সম্ভব বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। রাজ্যের আর্থিক অবস্থার হিসাব নিয়েও নতুন সময়সীমার কথা জানান অর্থমন্ত্রী। ১৫ অগস্টের মধ্যে সেই হিসাব দেওয়ার কথা থাকলেও পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় আরও এক মাস সময় নেওয়া হচ্ছে। আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই সংক্রান্ত সব হিসাব প্রকাশ করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এছাড়াও রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ নিয়ে বলতে গিয়ে টাটাকে রাজ্যে ব্যবসা করতে না দেওয়ার অভিযোগও টেনে আনেন স্বপন। তাঁর দাবি, বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক ব্যবসায় রসিদ না পাওয়া, সিন্ডিকেটের দাপট-সহ নানা কারণে ব্যবসায়ীদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তাই নতুন সরকারের লক্ষ্য, ব্যবসার জন্য নিরাপদ এবং নিয়ম মেনে চলার মতো পরিবেশ তৈরি করা।

শনিবার গুজরাতের শিল্পনীতির প্রসঙ্গও ওঠে আসে আলোচনায়। মন্ত্রী স্বপন দাসগুপ্ত জানান, বাংলায় এখনও সেই ধরনের নীতি নেওয়া হয়নি। তবে বাইরের রাজ্য থেকে বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীরা এলে তার সুফল বাংলার স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও পাবেন বলে তাঁর মত। তাঁর বক্তব্য, স্থানীয় ব্যবসার সঙ্গে বাইরের বিনিয়োগের যোগ তৈরি হলে রাজ্যের অর্থনীতিই শক্তিশালী হবে। ৪ মে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর প্রথম একশো দিনের মধ্যেই বিনিয়োগ টানতে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়। এছাড়াও নতুন শিল্পনীতি তৈরি এবং জমি নীতিতে পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলিতে বিনিয়োগকারীদের সুবিধার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। শনিবারের শিল্পপতিদের সমাবেশে সেই পরিকল্পনারই রাজনৈতিক বার্তা আরও স্পষ্ট করল সরকার। শিল্পমহলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়িয়ে বাংলায় নতুন বিনিয়োগের রাস্তা তৈরি করতে চাইছে নতুন রাজ্য সরকার।

সল্টলেকের যুবককে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে কিডনি চুরি, স্ক্যানারে সিভিক ভলান্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিধাননগর: মোটা অঙ্কের মাইনের চাকরির প্রলোভন। সেই ফাঁদে পা দিয়েই চরম সর্বনাশের মুখে পড়লেন সল্টলেকের এক যুবক। ভিনরাজ্যে নিয়ে গিয়ে আচ্ছন্ন করে বের করে নেওয়া হল শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-কিডনি! জ্ঞান ফিরতেই তলপেটে সেলাইয়ের দাগ দেখে আঁতকে উঠলেন ওই যুবক। আন্তঃরাজ্য অঙ্গ পাচার চক্রের এমন কাণ্ডে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিধাননগর এলাকায়। ঘটনার তদন্তে নেমে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা যাচ্ছে চক্রের জাল ছড়িয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রতারিত যুবকের নাম মঙ্গল মণ্ডল। তিনি সল্টলেকের সুকান্তনগর ত্রিনাথ পল্লির বাসিন্দা। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মঙ্গলকে তাঁরই প্রতিবেশী প্রভাস মণ্ডল ভিনরাজ্যে উচ্চবেতনের কাজের টোপ দেয়। রোজগারের আশায় প্রভাসের সঙ্গেই পঞ্জাবের লুধিয়ানায় যান তিনি। অভিযোগ, সেখানে পৌঁছনোর পর কাজে যোগ দেওয়ার আগে শারীরিক পরীক্ষার কথা বলে তাঁকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ইনজেকশন দিয়ে তাঁকে অচৈতন্য করে ফেলা হয়।

জ্ঞান ফেরার পর মঙ্গল দেখতে পান তাঁর পেটের বাঁদিকে সেলাই করা। বুঝতে পারেন, তাঁর অজান্তেই অস্ত্রোপচার করে একটি কিডনি চুরি করে নেওয়া হয়েছে। কোনোমতে সেখান থেকে পালিয়ে কলকাতা ফিরে আসেন যুবক। এর পরেই পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ তড়িঘড়ি অভিযান চালিয়ে সুকান্তনগর এলাকা থেকেই গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলকে। তবে এই ঘটনায় সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসে প্রভাসকে জেরার পর। পুলিশ জানতে পেরেছে, অভিযুক্ত প্রভাস নিজেও একসময় এই চক্রের শিকার ছিলেন! তাঁর শরীরেরও একটি কিডনি উধাও। অর্থাৎ প্রতারিত হয়ে চক্রের জালে জড়িয়ে পড়ার পর তিনি নিজেই পাচারকারীদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করা শুরু করেন।

তদন্তে নেমে একের পর এক বিস্ফোরক মোড় পাচ্ছে পুলিশ। এই আন্তঃরাজ্য চক্রে জড়িয়ে গেছে বিধাননগরের এক সিভিক ভলান্টিয়ারের নামও। প্রতারিত যুবকের পরিবারের দাবি, ঘটনার কথা জানাজানি হতেই স্থানীয় সিভিক ভলান্টিয়ার লক্ষণ বিশ্বাস তাঁদের বাড়িতে এসে হুমকি দেন। পুলিশে অভিযোগ না জানানোর জন্য চাপ দিয়ে তিনি বলেন, ‘থানায় জানিয়ে লাভ নেই, টাকা খাইয়ে সবাই বেঁচে যাবে। তার চেয়ে মুখ বন্ধ রাখাই ভালো।’

সম্পাদকীয়

অন্নপূর্ণা-বিক্ষোভ ছড়াচ্ছে জেলায় জেলায়, সতর্ক হয়ে যান নেপথ্যের কুশীলবরা

নিয়ম মেনে আবেদন করেও মিলছে না টাকা। বৈধ উপভোক্তা হয়েও মিলছে না টাকা। কারও বা বাদ পড়ছে নাম। সব শর্ত ।পূরণ করেও মেলেনি টাকা। এইরকম বহুবিধ অভিযোগ নিয়ে আপাতত উত্তাল রাজ্য সৌজন্যে বিজেপি সরকারের অন্নপূর্ণা যোজনা। গত চারদিন ধরে গোটা রাজ্য থেকে অন্নপূর্ণা-বিক্ষোভের খবর আসছে। কিছু কিছু মিডিয়ায় ফলাও করে সেই সব ছাপা হচ্ছে। এই নিয়ে মহিলাদের ক্ষোভের পারদ নাকি ক্রমশ চড়ছে। এমনই দাবি তৃণমূল-সহ বিরোধীদের। তবে এটা সত্যি, গত কয়েকদিনে উত্তর থেকে দক্ষিণ, রাজ্য জুড়ে মহিলাদের বিক্ষোভে কোনও কোনও জায়গায় নাজেহাল হয়েছে প্রশাসন। মহিলাদের বিক্ষোভ, প্রতিবাদ চরমে উঠেছে। টাকা না মেলায় কোথাও রাস্তা অবরোধ, রেল অবরোধের খবরও এসেছে। কোথাও ক্ষুব্ধ জনতা পঞ্চায়েত দফতরে, কোথাও ট্রেজারি, কোথাও বিডিও অফিস ঘেরাও করেছে, অথবা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রশাসনিক ভবনে এদিন মহিলাদের বিক্ষোভে বাধ্য হয়ে বৈঠক ছেড়ে উঠে আসতে বাধ্য হন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে। উত্তর ২৪ পরগনার বিরাটিতে ক্ষুব্ধ মহিলারা অন্নপূর্ণার টাকা পাওয়ার দাবিতে আচমকা শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায় রেল অবরোধ করে। কলকাতার ।হাতিবাগানে কলকাতা পুরসভার ২ নং বরো অফিসে মহিলারা তুমুল বিক্ষোভ দেখান। বেহালা চৌরাস্তাতেও কিছুক্ষণের জন্য পথ অবরোধ করা হয়। হাবড়াতেও রেল অবরোধ করা হয় ।কিন্তু এখন প্রশ্ন হল এই বিক্ষোভ কতটা স্বতঃস্ফূর্ত, আর কতটাই বা প্রি প্ল্যানড ! যেভাবে এই বিক্ষোভ সংগঠিত হচ্ছে, তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার, এই গোটা ।পর্বটির নেপথ্যে উসকানি রয়েছে। ।কারণ, অন্নপূর্ণা পোর্টালের তথ্য বলছে, মাত্র ১৭ লাখ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে। আর টাকা পাঠানো হয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে। তার মানে আবেদনকারীর সিংহভাগই টাকা পেয়েছেন। তাহলে প্রতিবাদ, বিক্ষোভে রাস্তায় কারা? কী তাদের উদ্দেশ্য? কেউ কি উসকানি দিচ্ছে তাদোর? উঠছে এই সব প্রশ্ন।

শব্দছক ২৪৯

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. হিযাস ৩. টিউবয়েল-এর বাংলা ৬. বাদশা ৭. শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র ৮. তাক ১০. ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী খে দ্বীপে অবস্থিত ১২. নৌকা ১৩. আশ্চর্য ১৫. বালক-এ উন্নীত হয়নি যে ১৭. আনন্দ ২০. লম্ফন ২১. পেন-এর অর্থ ২২. ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক আদিবাসী নৃত্য ২৪. আয়ত্ব ২৫. অর্থকরণ ২৬. অ-বক্র

ওপর-নিচ: ১. অনুধাবন ২. হুঁশ ৩. সদ্য জন্মেছে যে ৪. তীর ৫. জোরে বায়ুপ্রবাহ ৯. কথা বলা পাখি ১১. চিন্তাকরা ১৩. স্বীকারোক্তি ১৪. পদ্ম ১৬. বান্ধবী ১৮. গ্রীষ্মের রসালো সাদা রঙের ছোট ফল ১৯. চুক্তিগত কাজ পাওয়া ২১. কলসী ২৩. ওজন

সমাধান ২৪৮ — পাশাপাশি: ১. চুল্লি ২. চারদিক ৪. শুরু ৬. সালভর ৮. পারদ ১০. রব ১১. বেলন ১২. নিলয় ১৪. তর ১৬. ধকল ১৭. কুলরীতি ১৯. শঙ্কা ২০. পাকাবেল ২১. শান্ত

ওপর-নিচ: ১. চুপিসার ২. চাকর ৩., দিকপাল ৪. শুভ ৫. বদ ৭. লবণিক ৯. রণতরী ১৩. ললন্তিকা ১৫. রতিকান্ত ১৬. ধরা ১৭. কুশল ১৮. লঙ্কা

আজকের দিন

■ **১৯৩৯** — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে মস্কোতে জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তিস্বাক্ষর করে, যা ছিল একটি অনাক্রমণ চুক্তি।

■ **১৯৮৯** — সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার সমর্থনে বাল্টিক ওয়ে প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

জন্মদিন

কেকে

১৯২৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বলরাম জাখরের জন্মদিন।*

১৯৪৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সায়রাবানুর জন্মদিন।*

১৯৬৮ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কেকের জন্মদিন।*

E-20

গুজবের ভিড়ে সত্য আড়ালে

সুনীল বনসল

(রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বিজেপি)

দেশের যে কোনও পেট্রোল পাম্পে আজ গাড়ির ট্যাঙ্কে যে জ্বালানি ঢুকছে, তার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ আসলে উপসাগরীয় অঞ্চলের কোনও তেলকূপ থেকে নয়, বরং মহারাষ্ট্রের কোনও আখের খেত কিংবা উত্তরপ্রদেশের ভুট্টার খামার থেকে আসছে। এটি নিছক কোনও স্লোগান নয়, বরং গত এগারো বছরের পরিকল্পিত নীতিগত উদ্যোগের ফল। কিন্তু গত কয়েক মাসে ক্ক২০; অর্থাৎ ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল;নিয়ে যে ধরনের শোরগোল তৈরি হয়েছে, তাতে মাইলেজ কমে যাওয়া, ইঞ্জিন নষ্ট হওয়া, বিমার দাবি খারিজ হয়ে যাওয়া, এমনকি গাড়ির ট্যাঙ্কে সরাসরি আখের রস মেশানোর মতো মিথ্যা দাবিও দ্রুত ছড়িয়েছে। এই বিতর্কের বড় অংশই তথ্যের চেয়ে গুজবনির্ভর। তাই ক্ক২০-কে ভিত্তিহীন দাবির উপর নয়, বরং পরিসংখ্যান, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং গাড়ি নির্মাতাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে বিচার করা জরুরি।

ইথানল মিশ্রণের কর্মসূচিকে প্রায়ই সাম্প্রতিক বছরগুলির ‘তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্ত’ হিসেবে তুলে ধরা হয়। বাস্তবে এই কর্মসূচি ২০০১ সালে একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু হয়েছিল। ২০০৬ সালে বেশ কয়েকটি রাজ্যে ৫ শতাংশ ইথানল মিশ্রণ বা ক্ক৫ চালু করা হয়। ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে তা সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হয়। এরপর ২০১৮ সালের মে মাসে জাতীয় জৈব-জ্বালানি নীতিতে আখের পাশাপাশি ভুট্টা এবং উদ্বৃত্ত শস্যকেও ইথানল উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০১৩-১৪ সাল পর্যন্ত ইথানল মিশ্রণের হার দেড় শতাংশের বেশি বাড়ানো সম্ভব হয়নি। কারণ, শুধু আখের উপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইথানল উৎপাদন করা সম্ভব ছিল না। বড় পরিবর্তন আসে ২০২১ সালের জুনে। গাড়ি নির্মাতা, তেল সংস্থা এবং কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়ার পর নীতি আয়োগ ২০২৫-২৬ পর্যন্ত ইথানল মিশ্রণের রোডম্যাপ প্রকাশ করে। এই রিপোর্টের কয়েকটি বক্তব্য প্রায়ই প্রেক্ষাপটের বাইরে তুলে ধরা হয়।

রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছিল, ২০২২ সালের এপ্রিলের মধ্যে E10 এবং ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে সারা দেশে E20 চালু করা হবে। বাস্তবে E10-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় ২০২২ সালের জুনে এবং E20-এর জাতীয় গড় ২০২৫-২৬ সালে ২০ শতাংশে পৌঁছয়;মূল ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রার পাঁচ বছর আগেই। বছরভিত্তিক পরিসংখ্যানও ধারাবাহিক অগ্রগতির ছবি তুলে ধরে। ২০২০-২১ সালে মিশ্রণের হার ছিল প্রায় ৮.১ শতাংশ, ২০২১-২২ সালে ১০ শতাংশ, ২০২২-২৩ সালে ১২.১ শতাংশ, ২০২৩-২৪ সালে ১৪.৬ শতাংশ, ২০২৪-২৫ সালে ১৯.২ শতাংশ এবং ২০২৫-২৬ সালের নভেম্বর-জুন পর্যায়ে তা ২০ শতাংশে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, এটি কোনও হঠাৎ নেওয়া সিদ্ধান্ত নয়; বরং উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ এবং নিয়ন্ত্রক প্রস্তুতির সমন্বয়ে এগিয়ে চলা একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া।

জ্বালানি নিরাপত্তার প্রশ্ন

এই নীতির পিছনে রয়েছে একটি সরল বাস্তবতা;ভারত তার মোট অপরিশোধিত তেলের চাহিদার প্রায় ৮৮.৫ শতাংশ আমদানি করে। ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ স্বাভাবিক। আমদানি করা প্রতি ব্যারেল তেলের জন্য ভারতকে আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্য এবং ভূ-রাজনৈতিক সংকটের উপর নির্ভর করতে হয়।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া সামরিক সংঘাতের সময় উপসাগরীয় অঞ্চল দিয়ে আসা প্রায় ৬০ শতাংশ এলপিজি আমদানি ঝুঁকির মুখে পড়লেও দেশের অভ্যন্তরীণ সরবরাহে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটেনি। এর পিছনে জ্বালানি উৎসের বৈচিত্র্যকরণের কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

২০২৬ সালের ২৩ জুলাই লোকসভায় পেট্রোলিয়াম প্রতিমন্ত্রী সুরেশ গোয়েলের লিখিত জবাব অনুযায়ী, ২০১৪-১৫ সাল থেকে এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ১.৯৭ লক্ষ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে। প্রায় ৩১৬ লক্ষ মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেলের ব্যবহার প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং প্রায় ৯৫২ লক্ষ মেট্রিক টন কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমেছে।

কৃষকের আয়েও প্রভাব

এই নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক দিক কৃষকদের সঙ্গে যুক্ত। যে অর্থ আগে বিদেশ থেকে তেল আমদানিতে চলে যেত, তার একটি বড় অংশ এখন ভারতীয় কৃষকদের কাছে পৌঁছচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, এই কর্মসূচির আওতায় কৃষকদের ইতিমধ্যে ১.৬৬ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সরাসরি প্রদান করা হয়েছে।

আখের বকেয়া মেটানো এবং ভুট্টার অনিশ্চিত লাভজনকতা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও এই কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কৃষকেরা শুধু ‘অন্নদাতা’ নন, ‘জ্বালানিদাতা’ হিসেবেও অর্থনীতির অংশ হয়ে উঠছেন। কৃষি আয়ের বৈচিত্র্য আনার ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

E20-তে মাইলেজ কতটা কমে?

E20 নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে মাইলেজ নিয়ে। ইথানলের তাপীয় ক্ষমতা পেট্রোলের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ কম;এই তথ্যটি প্রেক্ষাপট ছাড়াই প্রচার করে এমন ধারণা তৈরি করা হয়েছে যে মাইলেজও সরাসরি ৩০ শতাংশ কমে যাবে।

বাস্তব চিত্র অবশ্য আলাদা। মারুতি সুজুকির সিনিয়র কর্মকর্তা রাহুল ভারতী ২০২৬ সালের ৪ জুলাই এক সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট করে বলেন, E20-এর তাপীয় ক্ষমতা E10-এর তুলনায় মাত্র ৩ থেকে সাড়ে ৩ শতাংশ কম। ফলে প্রতি লিটারে ২০ কিলোমিটার চলা একটি গাড়ির ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রভাব প্রায় ০.৬ কিলোমিটার প্রতি লিটারের সমান হতে পারে। টায়ারের সঠিক চাপ না থাকা বা সময়মতো সার্ভিসিং না করাও এর চেয়ে বেশি মাইলেজ কমিয়ে দিতে পারে।

সরকারি হিসাবেও E10-এর জন্য তৈরি গাড়িতে জ্বালানি দক্ষতা কমার হার সাধারণত ৩ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

E20 কি ইঞ্জিন নষ্ট করছে?

E20-এর কারণে ইঞ্জিনের ক্ষতি হচ্ছে;এই আশঙ্কারও এখনও শক্ত প্রমাণ নেই। মারুতি সুজুকি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ২.৮৪ কোটি গাড়ির সার্ভিসিং করেছে। এর মধ্যে দেড় কোটিরও বেশি গাড়ি ছিল তিন বছরের বেশি পুরনো এবং E20-এর জন্য বিশেষভাবে সার্টিফায়েডও ছিল না। তবু E20-এর সঙ্গে যুক্ত করে সংক্ষরণ বা যন্ত্রাংশের আয়ু কমে যাওয়ার কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা সামনে আসেনি।

হিরো মোটোকর্পও তাদের সার্ভিসিং সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানিয়েছে, E20 ব্যবহারের কারণে অতিরিক্ত ক্ষতির কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাওয়া যায়নি।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, দেশে প্রতিদিন প্রায় আট কোটি যানবাহন জ্বালানি ভরতে আসে। এর মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ পেট্রোলচালিত। E19-E20 জ্বালানি ইতিমধ্যে প্রায় আড়াই বছর ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০ কোটিরও বেশি দু'চাকার যান এবং ৩ কোটিরও বেশি গাড়ি এই ধরনের মিশ্রিত জ্বালানিতে চলছে। অথচ ব্যাপক ইঞ্জিন বিকল হওয়ার কোনও প্রমাণ মেলেনি।

E20 সত্যিই যদি রাবারের পাইপ বা ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশের ব্যাপক ক্ষতি করত, তাহলে ওয়ারেন্টি দাবিতে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা যাওয়ার কথা। এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও প্রবণতা দেখা যায়নি।

টোয়োটা কির্লোস্কর মোটরের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট বিক্রম গুলাটি বলেছেন, ইথানল কোনও নতুন জ্বালানি নয়; বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভারতে E20 চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পুরনো গাড়ির উপরও ব্যাপক পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

প্রযুক্তিগত সুবিধাও রয়েছে

প্রযুক্তিগত দিক থেকে ইথানলের দহনক্ষমতার কিছু সুবিধা রয়েছে। এর রিসার্চ অকটেন নম্বর প্রায় ১০৮.৫, যেখানে সাধারণ পেট্রোলের ক্ষেত্রে তা প্রায় ৮৪.৪। ২০ শতাংশ ইথানল মেশানোর ফলে ভারতীয় পেট্রোলের কার্যকর অকটেন রেটিং প্রায় ৯৫-এ পৌঁছয়। এর ফলে উচ্চ কম্প্রেশনযুক্ত ইঞ্জিনে নকিং প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং দহন প্রক্রিয়া আরও মসৃণ হতে পারে।

ইথানলের বেশি বাষ্পীভবন-তাপ ইনটেক ম্যানিফোল্ডের তাপমাত্রা কমিয়ে বায়ু-জ্বালানি মিশ্রণকে আরও ঘন করতে সাহায্য করে। এর ফলে ত্বরণে সুবিধা পাওয়া সম্ভব। এই কারণেই ARAI-এর গবেষণায় E20-কে উন্নত গতি ও মসৃণ রাইডের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় জ্বালানি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিবেশগত দিক থেকেও এর গুরুত্ব রয়েছে। নীতি আয়োগের জীবনচক্রভিত্তিক নির্গমন সমীক্ষা অনুযায়ী, আখ থেকে তৈরি ইথানল পেট্রোলের তুলনায় প্রায় ৬৫ শতাংশ এবং ভুট্টাভিত্তিক ইথানল প্রায় ৫০ শতাংশ কম গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করে। E20 ব্যবহারে E10-এর তুলনায় কার্বন নির্গমন প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে।

বিমা নিয়ে বিভ্রান্তি

E20 নিয়ে আর একটি দাবি ছড়িয়েছিল;এর ফলে গাড়ির ক্ষতি হলে বিমা সংস্থা নাকি দাবি খারিজ করে দেবে। এই দাবির কোনও সাধারণ ভিত্তি নেই। একটি বিমা সংস্থার স্ক্রিনশটকে ভুল প্রেক্ষাপটে প্রচার করা হয়েছিল।

সোসাইটি অব ইন্ডিয়ান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স বা SIAM স্পষ্ট করেছে, মানসম্মত E20 ব্যবহারের উপযোগী গাড়ির ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি ও বিমা উভয়ই কার্যকর থাকে।

এমনও দাবি করা হয়েছিল যে সুপ্রিম কোর্টে সরকার E20-কে একটি ‘পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা’ হিসেবে স্বীকার করেছে। বাস্তবে সংশ্লিষ্ট মামলাটি ছিল ইথানল ক্রয় চুক্তি নিয়ে; E20-এর কার্যকারিতা নিয়ে নয়।

‘ট্রাম্পের চাপ’; এই দাবির ভিত্তি কোথায়?

কিছু রাজনৈতিক দল অভিযোগ করেছে, কেন্দ্র সরকার ‘ট্রাম্পের চাপে’ আমেরিকা থেকে ইথানল আমদানি করে তা সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এই দাবিও তথ্যের পরীক্ষায় টেকে না।

বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক ২০২৬ সালের ৬ আগস্ট স্পষ্ট করেছে, ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তিতে ইথানল আমদানি নিয়ে কোনও বিশেষ ছাড় বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও সংসদে জানিয়েছেন, বাণিজ্য চুক্তির শুল্কছাড়ের তালিকায় ইথানলকে রাখা হয়নি।

কালানুক্রমও একই কথা বলে। ভারতে ইথানল মিশ্রণ কর্মসূচি শুরু হয় ২০০১ সালে এবং E20-এর রোডম্যাপ তৈরি হয় ২০২১ সালে। অর্থাৎ, বর্তমান বাণিজ্য চুক্তির বহু বছর আগেই এই নীতি নির্ধারিত হয়েছিল।

আমেরিকায় E10 জাতীয় মান হলেও E15-এর ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে এবং লক্ষ লক্ষ গাড়ি E85 জ্বালানিতেও চলছে। ভারতের নীতি তাই আমেরিকার অনুকরণ নয়; বরং আমদানিনির্ভরতা কমানো, জ্বালানি নিরাপত্তা বাড়ানো এবং কৃষকদের জন্য নতুন বাজার তৈরি করার নিজস্ব প্রয়োজন থেকেই এই নীতি তৈরি হয়েছে।

তথ্যই হোক বিতর্কের ভিত্তি

E20 নিয়ে প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকা অস্বাভাবিক নয়। জ্বালানি ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন হলে গাড়ির প্রযুক্তি, পুরনো যানবাহনের সামঞ্জস্য, মাইলেজ এবং দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে তথ্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, E20-এর কারণে মাইলেজ ২০-৩০ শতাংশ কমে যাওয়া, ব্যাপক ইঞ্জিন ক্ষতি, স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিমার দাবি বাতিল হয়ে যাওয়া কিংবা বিদেশি চাপের কারণে এই নীতি গ্রহণ করার মতো দাবির পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নেই।

ভারতের সামনে আজ তিনটি বড় চ্যালেঞ্জ;জ্বালানি নিরাপত্তা, কৃষকের সমৃদ্ধি এবং পরিবেশ সুরক্ষা। এই তিন ক্ষেত্রেই ইথানল মিশ্রণ কর্মসূচি নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলেছে। তাই E20-এর সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিতর্ক অবশ্যই হওয়া উচিত। কিন্তু সেই বিতর্কের ভিত্তি হোক তথ্য ও প্রমাণ, গুজব নয়।

কোট-আনকোট

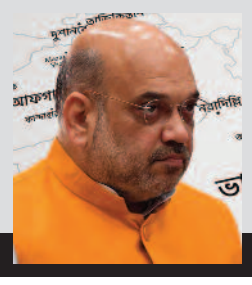

সীমান্ত সুরক্ষার জন্য ২০১৪ সাল থেকে ১১২৯ একর জমি চাওয়া হলেও এত দিন পাওয়া যায়নি। এমন কি, তখনকার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বারবার আবেদন করেও লাভ হয়নি।

অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অমিত শাহকে কৃতজ্ঞতা সাংসদ রাজু বিস্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এই দীর্ঘ দিনের পাহাড়ের অমীমাংসিত বিষয়েব্যক্তিগত আগ্রহ দেখানোর জন্য এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থপূর্ণ ও ফলপ্রসূ আলোচনার মঞ্চ তৈরি করেদেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিতশাহকেআন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত। তিনি বলেন, শাহের নেতৃত্ব ও অঙ্গীকার নিশ্চিত করেছেযে দার্জিলিং পার্বত্যঅঞ্চল, তরাই এবং ডুয়ার্সের জনগণ অবশেষে ন্যায়বিচারপাবেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, একটিস্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান কয়েক দশকের অনিশ্চয়তারঅবসান ঘটাবে এবং পাহাড়ের মানুষের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মর্যাদা, শান্তি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে জীবনযাপনের সুযোগ করেদেবে। এটিউন্নয়ন ও সহযোগিতার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে, যেখানে আমাদের জনগণের শক্তিকে এক নতুন ভারতেরআকাঙ্ক্ষা ও অগ্রগতির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একটি শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ অঞ্চল গড়ার কাজে চালিত করাযাবে।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ একটি ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই নিষ্পত্তি এই অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক সম্প্রীতির ভিত্তি স্থাপন করবেআশারাখেন। এটিআস্থা ও নিশ্চয়তার একটি পরিবেশ তৈরি করবে এবং নিশ্চিত করবেযে এই অঞ্চলের সংস্কৃতি এবং আকাঙ্ক্ষাগুলো সম্মানিত ও সুরক্ষিতরাখতেপারবেন।

বৈঠকেউপস্থিতগোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি নিজের ও তাঁর দলেরঅবস্থান স্পষ্ট করেঅত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এনেছেন। তিনি জানান, বৈঠকেপাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের দীর্ঘদিনেরসমস্যা সমাধান নিয়েঅত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুনির্দিষ্ট বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে।তাঁর মতে,আলোচনায় এটি পরিষ্কার করা হয়েছেযে সমস্যার সমাধান যাইহোক তা পুরোপুরি কনস্টিটিউশনালবা সাংবিধানিক সমাধানই হবে।

রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলাজানান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিলিগুড়িতে এসে পাহাড়ের প্রতিনিধি ও শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতেযে বৈঠক করেছেন, তাঅত্যন্ত ইতিবাচক। শ্রিংলা দাবি করেন, গোর্খাল্যান্ডের ইস্যু নিয়ে একটি ভালো সমাধানেরযে প্রয়োজন ছিল, এই বৈঠকের মাধ্যমে তার একটি সূচনা হল। তবে এটি সূচনা মাত্র, তাই এখনই এই বিষয়ে কোনও সময়সীমা বাঁধা বা নির্দিষ্ট মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

ঝাড়গ্রামে খাদ্য দপ্তরের ইন্সপেক্টরের বাড়িতে দুর্নীতি দমন শাখার তল্লাশি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে ঝাড়গ্রামে বড়সড় তৎপরতা দুর্নীতি দমন শাখার। শনিবার ঝাড়গ্রাম শহরের নৃপেনপল্লিতে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের এক ইন্সপেক্টরের বাড়িতে হানা দেন এসিবির আধিকারিকরা। আচমকা তল্লাশিকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

জানা গিয়েছে, যার বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে, তাঁর নাম ঠাকুরদাস বাস্কে। তিনি খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত এবং বর্তমানে বাঁকুড়া জেলায় কর্মরত রয়েছেন। সূত্রের দাবি, খাদ্য দফতরের একাধিক আধিকারিককে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে দুর্নীতি দমন শাখা। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই শনিবারের এই অভিযান বলে জানা যাচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সাত জন আধিকারিককে এসিবির দপ্তরে হাজির হওয়ার জন্য বলা হয়েছিল বলে সূত্রের খবর। তাঁদের মধ্যে ছয় জন হাজির হলেও ঠাকুরদাস বাস্কে সেখানে উপস্থিত হননি। এরপরই তাঁর ঝাড়গ্রামের বাড়িতে তদন্তকারী দলের পৌঁছনোর ঘটনা সামনে আসে। তল্লাশি চলাকালীন অবশ্য বাড়িতে ছিলেন না ঠাকুরদাস।

সূত্রের দাবি, তদন্তকারী সংস্থার কাছে হাজির না-হওয়ায় বর্তমানে তাঁর অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বাড়িতে থাকা তাঁর স্ত্রীকে তদন্তকারীরা জিজ্ঞাসাবাদ করেন বলে জানা গিয়েছে। তবে শনিবারের তল্লাশিতে ঠিক কী কী নথি বা সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে, তা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। একইসঙ্গে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে, সে বিষয়েও তদন্তকারী সংস্থার তরফে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। ফলে পুরো বিষয়টি ঘিরে তৈরি হয়েছে একাধিক প্রশ্ন।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের শুরুতেই ঝাড়গ্রামে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে এসিবির হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন জামবনি ব্লকের গিধনি বিডিও অফিসের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিমল সাহা। ৬ অগস্ট উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের বিল পাশ করানোর বিনিময়ে ঠিকাদারের কাছে দু'লক্ষ টাকা ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযোগ অনুযায়ী, ঘুষের টাকা নেওয়ার সময় এসিবির পাতা ফাঁদে ধরা পড়েন বিমল। তাঁর কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছিল বলে জানা যায়। একই জেলায় ফের খাদ্য দপ্তরের এক ইন্সপেক্টরের বাড়িতে দুর্নীতি দমন শাখার তল্লাশি ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গোটা ঘটনার আসল ছবি স্পষ্ট হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক সৌজন্যে নজির বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: রাজনৈতিক সৌজন্যের অনবদ্য নজির মিলল হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার বাক্সিতে। শনিবার বাক্সিতে আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির ভবনের উদ্বোধন করলেন আমতার বিধায়ক অমিত সামন্ত। কিন্তু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেখা গেল এক অনবদ্য নজির। রাজ্য কংগ্রেসের বর্তমান সহ-সভাপতি বর্ষিয়ান প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্রকে অনবদ্য সম্মান দিলেন আমতার বিধায়ক। নিজে মঞ্চ থেকে নেমে এসে মঞ্চে যেমন তুললেন তেমনি উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আগাগোড়াই এগিয়ে দিলেন অসিতবাবুকে। প্রাক্তন বিধায়ক বর্ষীয়ান অসিতবাবু বর্তমান বিধায়ক অমিত সামন্ত র এই উদ্যোগে বাস্তবিকই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন।

উল্লেখ্য, অসিতবাবু নিজেও স্থানীয় বাসিন্দা। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে এক প্রবীণ রাজনীতিক ব্যক্তিত্বকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়ার যে নজির বর্তমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিধায়ক অমিত সামন্ত গড়লেন তাকে কুর্নিশ জানিয়েছে বাক্সির মানুষ।

প্রসঙ্গত বাক্সিচাতাল সংলগ্ন এলাকার কয়েক হাজার মানুষ এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে পরিষেবা পাবেন। উল্লেখ্য প্রায় ১৪ বছর আগে এই এলাকায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য চার কাঠা জমি দান করেন স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ কুমার প্রধান। প্রদীপবাবু জানিয়েছেন ছেলেবেলায় মাকে বিনা চিকিৎসায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র না থাকায় মারা যেতে হয়েছিল। সেই থেকে তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন এই এলাকায় যদি স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করা যায়। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী প্রদীপবাবু যখন শুনেছিলেন এই এলাকায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি পরিকল্পনা হচ্ছে এবং জমির জন্য তা করা যাচ্ছে না তখন নিজেই উদ্যোগ নিয়ে সরকারের কাছে নিজেদের চার কাটা জমি দান করেন। কিন্তু বহু বছর পড়ে থাকার পর অবশেষে নতুন সরকারের উদ্যোগে ওই এলাকায় শুরু হল চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র।

হাফিজ-কাণ্ড ঘিরে ককরোচ পার্টির বাঁকুড়ায় প্রভাব বিস্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন,বাঁকুড়াক: করোচজনতা পার্টি বাঁকুড়া জেলায় প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে শেখ আবদুল হাফিজ ঘিরে। এমনটাই মনে করছেন

জেলা রাজনীতি ওয়াকিবহাল মহল ও সাধারণ বাসিন্দারা। ককরোচ জনতা দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ঘন ঘন বাঁকুড়া আসা, জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করা, সাংবাদিকদের সামনে গরম কথা বলে আধুল হাফিজকে তুলে ধরা ইত্যাদি ঘটনার মাধ্যমে জেলাবাসীরা এমনটাই মনে করছেন। বাঁকুড়াকে ভিত্তি করে রাজ্যে প্রভাব ফেলতে চাইছে।

তাদের বক্তব্য, শেখ আবদুল হাফিজ গত ১৯ জুলাই দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য গিয়েছিল।গত ২০ জুলাই রাজীব চকে তাকে আটকে দেওয়া হয়।পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসের মুখেও পড়তে হয় তাকে। গত ২৭ জুলাই হাফিজ বাড়ি ফেরেন।তাদের বক্তব্য, দিল্লিতেও আধুলকে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্বের আরও অভিযোগ যে দিল্লি থেকে বাড়ি ফিরতেই বিজেপির পক্ষ থেকে তাকে লাগাতার হুমকি দেওয়া হতো যে '৯ অগস্ট তোকে মারব।' গুরুত্ব দেয়নি হাফিজ।

ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্বের আরও অভিযোগ, তাদের তরফে দেশ জুড়ে ১২ অগস্ট 'স্কুল ঠিক করো কর্মসূচি' ঘোষণা হয়। সেই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে করিশুন্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অব্যবস্থা নিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলার পর হাফিজ প্রশাসনের কাছে বিষয়টি নিয়ে যাওয়ার কথা ভেবে ছিল। সেই স্কুলের বেহাল দশার ভিডিও তুলে রেখেছিলেন।

কিন্তু সেদিন রাতেই বিজেপির লোকজন তার বাড়িতে হামলা চালায় ও হাফিজকে মারধর করা হয়। তাঁর ফোন কেড়ে নিয়ে ছবি ডিলিট করে দেওয়া হয়। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর বাবা শেখ মহম্মদ মাফিক হামলার শিকার হয়ে গত ১৫ আগস্ট ২৬ রাতে হাসপাতালে মারা যান। গত ২১ অগস্ট ফের ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিনিধিরা বাঁকুড়ায় আসে।মৃতের ছেলে আধুলকে সঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়ার জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করেন তারা। সিজেপি নেতা প্রেম আকাশ জানান যে,তারা আগেই বলে ছিলেন যে ১০ দিনের মধ্যে তাদের দাবি পূরণ করতে হবে। তা না-হলে জেলাশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো হবে। তাঁর অভিযোগ, ধীরগতিতে তদন্ত চলছে। নিহতের নামে স্কুল গড়ার দাবিতে সরব হন তিনি। প্রেমের কথায়, 'নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাবিগুলি পূরণ না-হলে আমরা দিল্লির নেতৃত্বকে নিয়ে জেলা শাসকের দফতর ঘেরাও করব।'

উল্লেখ্য, গত ১৭ অগস্ট প্রথমবার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গ্রামে এসেছিলেন সিজেপি নেতা আশুতোষ রাঙ্কা। সেদিন তাঁর বক্তব্য ছিল, 'আপনারা ভাবুন, কী ধরনের চিন্তাভাবনা আধুলের। আমরা বললাম, আধুল আমরা চাই আর্থিক সহযোগিতা করা হোক। আধুল বলছে, 'আমার কোনও ক্ষতিপূরণ চাই না। আমার বাবার নামে একটা স্কুল করে দাও।' একবার ভাবুন, কম্পেনসেশনও পর্যন্ত চাইছে না। ওঁর ঠাকুমা আমাকে বলছেন, 'আধুল তোমাদের দায়িত্ব'। আপনারা ভাবুন, ওর পারিবারিক শিক্ষাটা। ভাবুন কেমন ছিলেন ওঁর বাবা।'

অন্যদিকে আধুল হাফিজের বাড়ির নিরাপত্তার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।নজরদারির জন্য আধুলের বাড়িতে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এই হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১জন। গত ১৭ অগস্ট মৃতের স্ত্রী হাসিনা বেগমের লিখিত অভিযোগ করে জানিয়ে ছিলেন দুষ্কৃতীদের মারে মাফিকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ৫ জনের নাম উল্লেখ করে এবং জনাদশের অজ্ঞাত পরিচয় বলে অভিযোগটি করে ছিলেন। ইন্দাস থানার পুলিশ গত বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত সেই অভিযুক্ত ৫ জন সহ মোট ১১জনকে গ্রেপ্তার করে বিষ্ণুপুর আদালতে হাজির করানো হয়েছে।

বাঁকুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃশানু রায় বলেন, 'ঘটনার তদন্ত যথাযথ ভাবে চলছে। ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেছে।' তা সত্ত্বেও পুলিশের দিকে আঙ্গুল তোলা হচ্ছে। জেলা রাজনীতি ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, দুর্ভাগ্য ও বেদনাদায়ক এই ঘটনাটিকে ধরে রাখতে ককরোচ জনতা পার্টি এসব করছে। আধুলের বাবার নামে স্কুল তৈরির দাবি সেই লক্ষ্যে চলার অন্যতম পদক্ষেপ।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে অনিয়মের অভিযোগ, বেসরকারি হাসপাতালকে শো-কজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বর্ধমান শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালকে শোকজ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় সাধারণ মানুষ যাতে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী চিকিৎসা পরিষেবা পান, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

অভিযোগ উঠেছে, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত নিয়ম যথাযথভাবে মানা হচ্ছিল না। বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে আসার পরেই সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে জবাব চাওয়া হয়েছে। হাসপাতালের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা কতটা, তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি নিয়ম লঙ্ঘন হয়ে থাকলে তার কারণও জানতে চাওয়া হয়েছে।

এই বিষয়ে হাসপাতালের ম্যানেজার মহম্মদ আলির সঙ্গে সাংবাদিকরা কথা বলতে গেলে তিনি বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে কিছু জানাতে ইতস্তত বোধ করেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ফলে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড সংক্রান্ত ঠিক কী ধরনের অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে এবং তার ভিত্তিতেই বা কী কারণে শোকজ করা হয়েছে, তা নিয়ে আরও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তথা সিএমওএইচের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তবে তিনি জানান, বর্তমানে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। ফলে এই মুহূর্তে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত কোনও মন্তব্য করা সম্ভব নয় বলেই জানান তিনি।স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের সাধারণ মানুষ বিনামূল্যে বা নির্দিষ্ট নিয়মে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ পান। তাই এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের অনিয়ম বা পরিষেবা প্রদানে গাফিলতির অভিযোগ উঠলে তা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। বর্ধমানের ওই বেসরকারি হাসপাতালকে পাঠানো শোকজের জবাবে কর্তৃপক্ষ কী ব্যাখ্যা দেয়, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে। তবে হাসপাতালের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত বক্তব্য এখনও সামনে আসেনি।

নিরাপত্তা সুনিশ্চিতে হোটেল মালিকদের সঙ্গে পুলিশের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও অতিথিদের নিরাপত্তা জোরদার করতে শনিবার আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি কুলটির নেতৃত্বে কুলটি ও শালানপুরের অন্তর্গত, সমস্ত হোটেল মালিকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সচেতনতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। কল্যাণেশ্বরীর একটি বেসরকারি প্রেক্ষাগৃহে এই বৈঠক হয়।

বৈঠকে মূলত হোটেলগুলির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করার ওপর জোর দেওয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন (এসিপি কুলটি) জাবেদ হুসেন,সালানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিশ্বজিৎ মণ্ডল,চৌরাঙ্গী ফাঁড়ির ইনচার্জ তরুনময় সিংহ, কল্যাণেশ্বরী ফাঁড়ির ইনচার্জ পার্থ সরকার সহ সালানপুর ওকুলটি এলাকার বিভিন্ন হোটেলের মালিক ও হোটেলের প্রতিনিধিরা বৈঠক শেষে কুলটির এসিপি জাবেদ হুসেন সাংবাদিকদের জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে হোটেল ব্যবসার ক্ষেত্রে আইনি ও প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

উল্লেখ্য এদিন পকসো আইন,অগ্নি-নিরাপত্তা যেমন, প্রতিটি হোটেলে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা রাখা ও নিয়মিত তা পরীক্ষা করা।সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে, অতিথিদের নথিভুক্ত তথ্য সুরক্ষিত রাখা। হোটেলে আগত ভিনরাজ্য বা দূর-দূরান্তের অতিথিদের পরিচয়পত্র সঠিকভাবে পরীক্ষা ও সংরক্ষণ করা।পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, এলাকার আইনশৃঙ্খলার স্বার্থে এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নির্ধারিত নিয়মাবলী প্রতিটি হোটেলকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত দুই, আহত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শনিবার বিকেলে কাঁকসার রাজবাঁধে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় দুইজনের। আহত হয় আরও চারজন। স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ এবং কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

মৃতরা হলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসির বাসিন্দা ৪৮ বছর বয়সি কাশীনাথ ভট্টাচার্য, এবং কাঁকসার গোপালপুরের বাসিন্দা ৩০ বছর বয়সি বিধান বাউড়ি। বাকি চার আহতরা হলেন অশোক বাউরি, অংশু কুমার, সুবীর মাজি, এবং সুদেব বাউরি। আহতরা সকলেই দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত এবং মৃত সকলেই, জাতীয় সড়কের কর্মী। প্রতিদিনের মতো এদিন তারা রাস্তার ধারে জমে থাকা বালি ও অন্যান্য সামগ্রী তুলে রাস্তা পরিষ্কার করছিলেন। নিরাপত্তার জন্য ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের কলকাতা গামী রাস্তার বেশ কিছুটা অংশ তারা ব্যারিকেড দিয়েছিলেন। একটি ট্রাক্টারে বেলচায় করে নোংরা আবর্জনা এবং রাস্তায় জমে থাকা বালি তুলে জড়ো করছিলেন। সেই সময় একটি কন্টেনার আসানসোলের দিক থেকে কলকাতা যাওয়ার সময় দ্রুত গতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক্টরের পিছনে ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত হয় ছয় জন। পুলিশ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সকলকেই উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে, হাসপাতালে চিকিৎসকেরা দুই জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কাঁকসা থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ ট্রাক্টর এবং ঘাতক কন্টেনার টিকে আটক করে নিয়ে যায়।

মৃত দুই বাংলাদেশি পর্যটকের মরদেহ ঘোজাডাঙা সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: কলকাতার অগ্নিকাণ্ডে মৃত দুই বাংলাদেশি পর্যটকের মরদেহ শনিবার ঘোজাডাঙা সীমান্ত হয়ে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেল তাদের পরিবার।

কলকাতার নিউমার্কেট এলাকার একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে মৃত দুই বাংলাদেশি পর্যটকের মরদেহ ভারতীয় দূতাবাসের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়ার পর ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেল তাঁদের পরিবার।মৃতদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ থানার এলাকার বাসিন্দা ৪৮ বছর বয়সি আলিমুজ্জামান এবং ৪৫ বছর বয়সি শেখ শিরিন সাইদ। গত ১৯ আগস্ট, বুধবার কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় মোট ৯ জনের মৃত্যু হয়। তাঁদের মধ্যে এই দুই বাংলাদেশি পর্যটক ছিলেন বলে জানা যায়।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পরিবারের কাছে পৌঁছনোর পর মৃতদের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ বাংলাদেশি দূতাবাসের মাধ্যমে আবেদন করা হয়। পরবর্তীতে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়ার পর অ্যাম্বুলেন্সে করে মরদেহগুলি ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে নিয়ে আসা হয়। এরপর বসিরহাটের ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার করে ভোমরা স্থলবন্দর হয়ে মরদেহ দুটি বাংলাদেশে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সীমান্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর মরদেহগুলি তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ওয়ালশ হাসপাতাল পরিদর্শনে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: শনিবার তিনি হুগলির শ্রীরামপুর ওয়ালশ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল পরিদর্শনে যান। সাতসকালে আচমকা হাসপাতাল পরিদর্শনে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার। এদিন তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ৯টার বদলে সকাল ৭টাতেই আউটডোরের টিকিট কাউন্টার খুলতে হবে। এ দিন তিনি হাসপাতালের রোগী এবং নার্সদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন।

শনিবার সাতসকালে হুগলির শ্রীরামপুর ওয়ালশ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল পরিদর্শনে যান স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার। হাসপাতালের রোগী ও নার্সদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন তিনি। রোগী ও পরিজনদের দুর্ভোগ কমাতে সকাল ৯টার বদলে সকাল ৭টা থেকে আউটডোরের টিকিট কাউন্টার খোলার নির্দেশ দেন।

অভিযোগ ছিল, রোগীরা খুব সকাল থেকে লাইনে দাঁড়ালেও টিকিট কাউন্টার খোলে সকাল ৯টায়।পরিদর্শনের পরে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কর ভট্টাচার্য তাঁকে হাসপাতাল ভিজিটের অনুরোধ করেছিলেন। সেই কারণেই এ দিন তিনি হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'নার্স এবং রোগীদের সঙ্গে কথা হয়েছে। আগের সরকারের আমলে হাসপাতালের অবস্থা খারাপ ছিল। বর্তমান সরকার আসার ১০০ দিনের মধ্যেই অনেক উন্নতি হয়েছে। রোগীরাও বড় কোনও অভিযোগ করেননি।'

৯টার বদলে সকাল ৭টায় আউটডোর খোলার নির্দেশ স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর এদিন হাসপাতালের টিকিট কাউন্টার খোলার সময় নিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে প্রতিমন্ত্রীর কাছে। অভিযোগ, রোগী ও তাঁদের পরিজনরা খুব সকাল থেকে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন। অথচ কাউন্টার খোলে সকাল ৯টায়। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমাতে সকাল ৭টা থেকেই আউটডোর টিকিট কাউন্টার খোলার নির্দেশ দেন তিনি।

এ ছাড়াও, হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার রাখা নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি

বলেন, 'হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার রাখতে হবে। হাসপাতালে পর্যাপ্ত ডাক্তার ও নার্স রয়েছেন। রোগীরা হাসপাতালে যাতে ভালো ব্যবহার পান সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষকেই নজর রাখতে হবে।' তিনি আরও আশ্বাস দিয়েছেন, হাসপাতালের বাকি সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

ফর্ম জি

আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণের সংশোধনী

(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৬এ (১)-এর অধীনে)

আগ্রহ প্রকাশ (ইওআই)-এর তারিখ বর্ধিতকরণ

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, সোয়াল লিমিটেড-এর চলতি কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়ায় রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ সম্পর্কিত ফর্ম-জি গত ৭ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ইওআই সম্পর্কিত বিভিন্ন নথিপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা সংশোধন করা হয়েছে এবং তা নিম্নে প্রদত্ত হল :

ক্রম নং	বিবরণাদি	মূল তারিখ	সংশোধিত তারিখ
১.	আগ্রহ প্রকাশ প্রাপ্তির শেষ তারিখ	২২-০৮-২০২৬	২৯-০৮-২০২৬
২.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা জারির তারিখ	০১-০৯-২০২৬	০৮-০৯-২০২৬
৩.	অস্থায়ী তালিকার বিরুদ্ধে আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৬-০৯-২০২৬	১৩-০৯-২০২৬
৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা জারির তারিখ	১৬-০৯-২০২৬	২৩-০৯-২০২৬
৫.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন প্ল্যানের অনুরোধ জারির তারিখ	২১-০৯-২০২৬	২৮-০৯-২০২৬
৬.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২১-১০-২০২৬	২৮-১০-২০২৬
৭.	অনুমোদনের জন্য অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটির কাছে রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার আনুমানিক তারিখ	২০-১১-২০২৬	২৭-১১-২০২৬

আগ্রহ প্রকাশের বিস্তারিত আমন্ত্রণ অ্যাক্সেস করার জন্য সমস্ত আবেদনকারীকে cirp.swallimited@gmail.com-এ একটি ই-মেইল পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আগ্রহ প্রকাশের মূল আমন্ত্রণে প্রদত্ত অন্যান্য বিবরণগুলি বৈধ এবং সমস্ত আবেদনকারীদের জন্য প্রযোজ্য।

নীরজ জৈন
মেসার্স সোয়াল লিমিটেড-এর প্রস্তাব পেশাদার
(কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়ার অধীনে)
আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P01067/2017-2018/11758

তারিখ : ২৩ আগস্ট, ২০২৬
স্থান : কলকাতা

আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ-সহ ধৃত বহরমপুর টাউন তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ-সহ গ্রেপ্তার বহরমপুর টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি পাপাই ঘোষ। শুক্রবার রাতে পাপাই ঘোষের বাড়িতে গোপন অভিযান চালিয়ে বহরমপুর থানার পুলিশ প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে। পাশাপাশি ওই রাতেই আরও তিন অস্ত্র কারবারিকে আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ-সহ গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশের এসওজি (স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ)। ধৃতদের তিনজনেরই বাড়ি জলঙ্গি থানা এলাকায়।

জেলা পুলিশ সুপার সচিন মক্কার বলেন, পাপাই ঘোষের বাড়ি থেকে দুটি নাইন এমএম পিস্তল, তিনটি ৭.৬ একএম পিস্তল ও মোট ১৮৬ রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জলঙ্গির অস্ত্র কারবারিদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে তিনটি ৭.৬ বোরের পিস্তল, দুটি খালি ম্যাগ্যাজিন ও ৩০ রাউন্ড কার্তুজ। জেলা পুলিশ সুপার আরও জানান, জলঙ্গির ধৃতরা এই অস্ত্র বিহার থেকে এনে বাংলাদেশ পাচার করার চেষ্টা করছিল বলে প্রাথমিক জেরায় উঠে এসেছে। ধৃতদের আজ বহরমপুর আদালতে হাজির করে পুলিশা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পাপাই কেন বাড়িতে এত পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ রেখেছিল খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অস্ত্র কারবারিদের সঙ্গে আর কারা জড়িত তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন।

বিধানসভা নির্বাচনের পর পাপাই ঘোষের গাড়ির চালক মেঘনাথ রায়ের বাড়ি থেকে দুটি পিস্তল-সহ ১৯৬ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ। সেদিন পাপাই ঘোষ মেঘনাথ রায়ের বাড়িতেই ছিলেন। পুলিশ দেখেই দুজনেই বাড়ির পাঁচিল টপকে পালান। তখন থেকেই দুজনে ফেরার ছিলেন। সাত দিন আগে পাপাই ঘোষ বহরমপুর আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পান। মেঘনাথ এখনও পলাতক। পাপাই ঘোষের স্ত্রী মণিন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। এর আগে পাপাইয়ের নামে সরকারি জমি দখল করে বাড়ি তৈরি। অস্ত্র উঁচিয়ে এলাকায় দাদাগিরির মতো মামলা রয়েছে। শুক্রবার রাতে পাপাইয়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়েই পুলিশ এই বিপুল অস্ত্র, কার্তুজ উদ্ধার করেছে।

অন্যদিকে পুলিশের দাবি, বিহার থেকে আমদানি করে আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজ বাংলাদেশ পাচার করা হচ্ছে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের জলঙ্গি এলাকায় জল সীমান্ত দিয়েই অস্ত্র অবাধে বাংলাদেশে ঢুকছে। নদী সাঁতার দিয়ে পেরিয়ে ভা কলার ভেলায় অস্ত্র ওপারে পাঠাচ্ছে সীমান্ত এলাকার এক চক্র। শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে জলঙ্গি থেকেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হয়েছে তিনটি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন সহ ত্রিশ রাউন্ড কার্তুজ। তিনজনই জলঙ্গি এলাকার বাসিন্দা। এর আগে বাংলাদেশ পাচারের আগে পাঁচটি পিস্তল ও কার্তু সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার। বিহারের কম দামে মেলা আগ্নেয়াস্ত্র হুড় হুড় করে মুর্শিদাবাদে ঢুকছে। মুর্শিদাবাদ ক্রমশ অস্ত্র ভান্ডারে পরিণত হচ্ছে বলেই দাবি জেলাবাসীর।

ফের বিজেপি নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালিতে আবারও বিজেপি নেতার বাড়ির লক্ষ্য করে চলল গুলি। এলাকায় ছড়িয়েছে আতঙ্ক। তদন্তে নামল পুলিশ।

বিজেপি নেতা জুম্মান শেখের বাড়ি লক্ষ্য করে রাতের অন্ধকারে চলল কয়েক রাউন্ড গুলি। সন্দেশখালির ত্রাস শেখ শাজাহান ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তির।উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাটে মহকুমার সন্দেশখালীর ন্যাজাট থানার খাস সাকদা এলাকার ঘটনা। রাত ১২টা নাগাদ একদল দুষ্কৃতী বিজেপি নেতা জুম্মান শেখের বাড়িতে আসে। জুম্মান শেখ এবং তাঁর পরিবারের লোকজন তখন শুয়ে পড়েছে। দুষ্কৃতীরা পাশের মাঠ দিয়ে এসে তার বাড়ি ঘিরে ফেলে এবং তার বাড়ি লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ। গুলির আওয়াজে আশপাশের লোকজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসলেই দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল থেকে গা ঢাকা দেয়। পাশের মাঠ দিয়ে তারা পালায়।

এই ঘটনায় এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ন্যাজাট থানার পুলিশ। বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় থেকে গুলির খোল উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ, পাশাপাশি কোথায় কোথায় গুলি এসে লেগেছে সেগুলো খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জুম্মান শেখ ও তাঁর পরিবার-সহ বিজেপি কর্মীদের দাবি, বিজেপি কর্মী সমর্থকরা যাতে বেঁচে থাকতে পারে শেখ শাহজাহানের দুষ্কৃতীদের হাত থেকে তার ব্যবস্থা করুক সরকার।

ইঁদুরের উৎপাত ট্রমা কেয়ার ইউনিটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইঁদুরের উৎপাতে জর্জরিত মালদা মেডিকেল কলেজের ট্রমা কেয়ার ইউনিটের অধিকাংশ রোগী ও তাদের আত্মীয়রা। কখনও রোগীর স্যালাইনের পাইপে ইঁদুরের দল লাফালাফি করছে। আবার কখনও রোগীর শরীরে উঠে যাচ্ছে ছোট, বড় ইঁদুরের পাল। এই পরিস্থিতিতে ইঁদুর ধরতেই অধিকাংশ রোগীর বেডের নিচে রাখা হয়েছে যাঁতাকল ।এরই মধ্যে শনিবার মালদা মেডিকেল কলেজের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসা পরিষেবার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে আসেন ইংরেজবাজারের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক তথা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। তিনি অধিকাংশ রোগীদের বেডের পাশে একটি করে ইঁদুর মারার যাঁতাকল দেখেই রীতিমতো হতবাক হয়ে যান। মেডিকেল কলেজের চিকিৎসা ব্যবস্থার এমন দুরবস্থায় রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির ওই নেত্রী। এরপরই কথা বলেন মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।

মানিকচক এবং গাজোল থেকে আসা দুই রোগী বিফল মণ্ডল এবং সাহেব শেখের পরিবারের অভিযোগ, দুই দিন ধরে ট্রমা কেয়ার বিভাগে তাদের রোগী ভর্তি রয়েছেন। কিন্তু ইদুরের জ্বালাতনে তাদেরকে রোগীর পাশে বসে থাকতে হচ্ছে। অনেক সময় নিরাপত্তারক্ষীরা রোগীর আত্মীয়দের বেডের পাশে বেশিক্ষণ বসে থাকতে দিচ্ছে না। তখন রোগীর গায়ের ওপর ইঁদুর চেপে বসছে। বাধ্য হয়ে রোগীকেই অসুস্থ অবস্থায় চিৎকার চেঁচামেচি করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

এদিকে মালদা মেডিকেল কলেজের ট্রমা কেয়ার ইউনিট অসুস্থ রুগীদের শরীরে কামড় দিচ্ছে ইঁদুর বলে অভিযোগ উঠেছে। আর তাই ইঁদুরের যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে রোগীদের বেডের পাশে রাখা হয়েছে যন্ত্র। ঝাঁ চকচকে অত্যাধুনিক মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইঁদুরের উৎপাত সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করেছে কোন এক রোগীর পরিবার। আর এমন দৃশ্য হাসপাতালের ব্যবস্থা ও পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

ইংরেজবাজার বিধানসভার বিজেপির প্রাক্তণ বিধায়ক তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর অভিযোগ, ইঁদুর ধরার যন্ত্র আছে মানে মালদা মেডিকেল হাসপাতালে ইঁদুর রয়েছে। হাসপাতালে ওয়ার্ডে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ রয়েছে। সরকার বদল হয়েছে। কিন্তু সরকারি আধিকারিকদের পরিবর্তন ঘটে নি। তাই এমন পরিস্থিতি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বিষয়টি তুলে ধরবেন। এছাড়াও মেডিকেল কলেজের এই বিভাগগুলিতেই অপরিচ্ছন্নতা ও নোংরা জল জমে রয়েছে। এই অব্যবস্থার বিষয় নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জানানো হবে।

মালদা মেডিকেল কলেজের বেশ কিছু বিভাগের ইঁদুরের উৎপাত দীর্ঘদিনের সমস্যা। কখনো রোগীর স্যালাইন পাইপ বেয়ে ওঠা নামা করছে ইঁদুরের দল। আবার কখনও অসুস্থ রোগীর বেডেই এদিক সেদিক লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ইঁদুর বাহিনী। এই যন্ত্রণা থেকে বাঁচতেই কিছুদিন আগেও একদল রোগীর আত্মীয়েরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন। তারপরেই ইঁদুরকে বাগে আনতেই মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ রোগীদের বেডের নিচেই যাঁতাকলে বসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

এপ্রসঙ্গে মালদা মেডিকেল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল প্রসেনজিৎ বর জানিয়েছেন, ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ইঁদুরের উৎপাত রয়েছে একথা ঠিক। ইঁদুর ধরতে অধিকাংশ রোগীদের বেডের আশেপাশে যাঁতাকল রাখা হয়েছে। পাশাপাশি মেডিকেল কলেজের যেসব জায়গায় অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ রয়েছে সেগুলিও দ্রুত পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিন মাস অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না-পেয়ে আত্মঘাতী বধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদালা: গাতার তিন মাস অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের তিন হাজার টাকা না-পেয়ে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন গাজলের এক গৃহবধূ। এই ঘটনায় মৃত্যুর আগে ওই গৃহবধূ নিজের স্বামীকেই দোষারোপের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে জানিয়েছেন, অন্নপূর্ণা প্রকল্পের তিন হাজার টাকা কেন পাচ্ছিল না, তারজন্য ওই মহিলা তার স্বামীকেই গালাগালি করছিল। কারণ, দিনমজুর ওই স্বামী নাকি বাইরে থেকে ১০০ টাকা দিয়েই এই প্রকল্পের ফর্ম ফিলাপ করিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ব্লক প্রশাসনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পরেও কোনও কাজ হয়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম অনিমা খাতুন (৩২)। তাঁর স্বামী ইনজামামুল হক, পেশায় দিনমজুর। গত ১০ বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়। পরিবারে তাঁদের দুই নাবালক ছেলেমেয়ে রয়েছে। পুলিশকে অভিযোগে মৃতের এক দেওর সামিরুল রহমান জানিয়েছেন, বিগত দিনে বউদি লক্ষ্মীর ভান্ডারে দেড় হাজার টাকা পেয়ে এসেছে। কিন্তু অন্নপূর্ণা চালু হওয়ার পর গত তিন মাস ধরে অকাউন্টে টাকা ঢুকছিল না। ওদের অভাবের পরিবার। তিন হাজার টাকা ওদের কাছে অনেকটাই। আবেদনপত্র নাকি ভুলভাল হয়েছে এনিয়ে দাদার সঙ্গে বউদির ক্রমাগত অশান্তি হয়ে এসেছিল। এদিন ভোরে যখন দাদা কাজে বেরিয়ে যায়, তখন ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে ছিল। সেই সময় ঘরের সিলিংয়ে কাপড় ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন বউদি।

এদিকে বিষয়টি জানতে পেরে করকচ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের নির্বাচিত সদস্য মোসারেকুল আনোয়ার মৃতের বাড়িতে এসে পৌঁছয়। ঘটনাটি নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি। পাশাপাশি এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই পঞ্চায়েত সদস্য বলেন, অন্নপূর্ণার যোজনা প্রকল্পের টাকা না-পেয়ে ওই মহিলা আত্মঘাতী হয়েছে। এটা আমাদের কাছে খুবই খারাপ লাগছে। প্রশাসন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখুক, এই দাবি করা হচ্ছে।

বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, প্রকৃত ঘটনা কী ঘটেছে তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। তবে এই প্রকল্প সাধারণ গরিব ও মধ্যবিত্তদের জন্য। সবাই এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হবে।

বন্যাদুর্গত খানাকুলে ত্রাণ নিয়ে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বন্যায় বিপর্যস্ত খানাকুলের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ত্রাণ বিলি করলেন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। বন্দর, পানশিউলি, ধোপাঘাট, মারখানা, নতিবপুর-সহ একাধিক বন্যাকবলিত এলাকায় গিয়ে দুর্গত মানুষের হাতে ত্রাণ তুলে দেন তিনি। শুধু ত্রাণ পৌঁছে দেওয়াই নয়, প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে নিজে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন বিধায়ক।

সম্প্রতি আরামবাগ মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং প্রয়োজনীয় ত্রাণ ও প্রশাসনিক সহযোগিতা পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়। সেই নির্দেশের পরই খানাকুলের বিভিন্ন প্লাবিত এলাকায় ত্রাণ নিয়ে পৌঁছে যান বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ।এদিন ত্রাণ বিলির পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। কোথায় জল ঢুকেছে, কোথায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে, কোথায় আরও ত্রাণ প্রয়োজন, সেই সমস্ত বিষয় সরেজমিনে জানার চেষ্টা করেন বিধায়ক। তাঁর এই উদ্যোগে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ।

খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, বন্যার সময় রাজনীতি নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের প্রধান দায়িত্ব। খানাকুলের কোনও মানুষ যাতে অভুক্ত না থাকেন বা প্রয়োজনীয় সাহায্য থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি। প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে আরও দুর্গত মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত মানুষের পাশে থাকব।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, বন্যার সময় জনপ্রতিনিধি সরাসরি এলাকায় এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলায় তাঁরা আশ্বস্ত হয়েছেন। এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, জল বাড়ার পর আমরা খুব চিন্তায় ছিলাম। বিধায়ক নিজে এলাকায় এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং ত্রাণ দিয়েছেন। এতে আমরা অনেকটাই ভরসা পেয়েছি। আর এক বাসিন্দা বলেন, শুধু ত্রাণ দিয়ে চলে যাননি, আমাদের সমস্যাগুলিও শুনেছেন। কোথায় আরও সাহায্য প্রয়োজন, সেটাও জানতে চেয়েছেন। বন্যার এই কঠিন সময়ে জনপ্রতিনিধিকে পাশে পেয়ে ভালো লাগছে। বন্যা পরিস্থিতিতে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগকে ইতিবাচকভাবেই দেখছেন খানাকুলের সাধারণ মানুষ। তাঁদের দাবি, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এভাবে কাজ চললে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় দুর্গত মানুষ আরও দ্রুত সহযোগিতা পাবেন।

জনবহুল এলাকা থেকে তাজা বোমা উদ্ধার: জনবহুল এলাকা থেকে তাজা বোমা উদ্ধার। এলাকায় চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের হাড়োয়া থানার অন্তর্গত হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জ্যাঙালআটি গ্রামে। সেখানে রাস্তার ধারে তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার গ্রামের রাস্তার পাশে একটি তাজা বোমা পড়ে থাকতে দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা।

হাসপাতালে সারপ্রাইজ ভিজিট স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: শনিবার আচমকা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সারপ্রাইজ ভিজিট করেন রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রী।ভিজিট করার পর এলাকাবাসীকে আশ্বস্ত করেন যে,খুব তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণের ডাক্তার পাওয়া যাবে।মঙ্গলকোট ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে এলাকার মানুষকে অনুরোধ করেন,আপনারা ডাক্তার ও নার্সদের সঙ্গে কোনও খারাপ আচরণ করবেন না।আপনারা ডাক্তার ও নার্সদের খেয়াল রাখুন এই সরকার আপনাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা ভাববে।

মূলত মঙ্গলকোট ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমাণের ডাক্তার নেই, পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরে আধিকারিকের সংখ্যা কম রয়েছে। একটু সময় দিলে সেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে জানান রাজ্যের মন্ত্রী। মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মঙ্গলকোট বিধানসভার বিধায়ক শিশির ঘোষ।হঠাৎ স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গলকোট ব্লক হসপিটালে আশায় খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ। শুক্রবার আচমকা কাটোয়া হাসপাতালে পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন, এখনও কাটোয়া হাসপাতালে ব্যবহার হচ্ছে বিশ্ব বাংলা লোগো-সহ ও পিডিটি টিকিট। দ্রুত বন্ধ করার নির্দেশ দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমানের একাধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনের পর শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ কাটোয়া হাসপাতালে ফের পৌঁছন তিনি। হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখার পাশাপাশি চিকিৎসা পরিষেবা, পরিকাঠামো এবং রোগীদের পরিষেবা নিয়ে খোঁজখবর নেন মন্ত্রী। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই সফর যে মূলত অভিযোগের ভিত্তিতেই, তাঁর কথাতেই তা স্পষ্ট হয়েছে। এর আগে শুক্রবার মাধবডিহি, খণ্ডঘোষ, পাহাড়হাটি ও মেমারির স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

কাটোয়া হাসপাতালে এসে দীর্ঘদিন ধরে চালু না-হওয়া ১০০ শয্যার একটি ওয়ার্ড নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, বিগত সরকারের আমলে কেন্দ্রের দেওয়া অর্থে পরিকাঠামো তৈরি হলেও এখনও তা চালু হয়নি। যত দ্রুত সম্ভব ওই ওয়ার্ড চালুর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন তিনি।হাসপাতালের ওপিডি টিকিটে বিশ্ববাংলা লোগো থাকা নিয়েও আপত্তি জানান স্বাস্থ্য মন্ত্রী। অবিলম্বে ওই লোগো সরিয়ে ফেলার জন্য হাসপাতালের সুপারকে নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি হাসপাতালের দুই কর্মীকে শোকজ করার কথাও জানান মন্ত্রী। স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেন, বিগত সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রী বা কেন্দ্রের তরফে যে সমস্ত হাসপাতালে অর্থ দেওয়া হয়েছিল, সেই অর্থে পরিকাঠামো তৈরি হওয়ার পরও বহু জায়গায় তা পড়ে রয়েছে। সেগুলি দ্রুত চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।শুধু কাটোয়া নয়, রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা ও পরীক্ষার পরিষেবা আরও উন্নত করার কথাও জানান তিনি। প্রয়োজন অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক এবং বর্তমানে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা চিকিৎসকদের হাসপাতালের পরিষেবায় যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনা প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর দাবি, বাঙালিরা এখন 'সনাতনী ব্রতে ব্রতী' এবং নকশালবাদ, মাওবাদ, মার্ক্সবাদ ও লেলিনবাদকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বামপন্থীদের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আপনারা বাদ। পাশাপাশি যে ছাত্র সংগঠন এই প্রচেষ্টা করেছে, তাদেরও সাধুবাদ জানান তিনি।শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার পর্যন্ত একাধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনের পর কাটোয়া হাসপাতালে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই সারপ্রাইজ ভিজিট ঘিরে প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক তৎপরতা দেখা যায়।

শুক্রবার রাতে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে হাসপাতালের অব্যবস্থা, রোগী পরিষেবা ও অন্যান্য পরিকাঠামো নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন। ১০০ সজ্জা বিশিষ্ট কোভিড হাসপাতাল হলেও তৎকালীন সরকারের আমলে মাত্র ৬০টি বেড ব্যবহার করা হয়েছে। অপারেশন টেবিলের কিট খোলা হয়নি। অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে নষ্ট হচ্ছে আরও ৪০টি বেড।পাঁচ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন হলেও প্রথম ও দ্বিতীয় তলে শুধুমাত্র চিকিৎসা পরিষেবা চলছে। তৎকালীন তৃণমূল সরকারের দিকে আঙুল তুলে ডক্টর মুখোপাধ্যায় বলেন, হাসপাতালের হাল ফেরাতে মন্ত্রীকে আসতে হচ্ছে। আমি আবারও আসব মেমারি হাসপাতালে।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না-ঢোকায় মহিলাদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: সারা রাজ্যজুড়ে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না- ঢোকায় মহিলারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, রাস্তা অবরোধ করছেন, ব্লক অফিস ঘেরাও করছেন।সেই ক্ষোভের আঁচ এসে পড়ল মঙ্গলকোটেও।মঙ্গলকোট ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের মহিলাদের অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না-ঢোকায় তারা ব্লক অফিসে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। তাঁরা জানান,বিগত সরকার লক্ষীর ভান্ডারের মাধ্যমে পনেরশো টাকা ভাতা দিত মহিলাদের।বর্তমান সরকার ভোটের প্রচারের সময় বলেছিল তারা লক্ষীর ভাণ্ডার নয় মহিলাদের দেবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার। মহিলারা পাবেন সেই প্রকল্পে মাসে ৩০০০ টাকা।কিন্তু টানা তিন মাস এই অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে নানান সমস্যা হচ্ছে মহিলাদের। এ মাসও বহু সংখ্যক মহিলার অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা ব্যাঙ্ক অকাউন্টে আসেনি।তাই মহিলারা মঙ্গলকোট ব্লক অফিসের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।এক মহিলা জানান, টাকা দিলে সবাইকে দেওয়া হোক।আর এক মহিলা জানান, এই সরকার ৩০০০ টাকা দেবে বলছে। কিন্তু কোনও মাসে অকাউন্টে টাকা আসছে, কোনও মাসে আসছে না। কাজ ফেলে প্রতি মাসেই ছুটতে হচ্ছে পঞ্চায়েত অফিস ও ব্লক অফিসে।কারণ জানতে যেতে হচ্ছে ব্লক অফিস।

ভিনরাজ্যের মহিলার চিকিৎসার পর হোমে পাঠালেন আইসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কালনা থানার বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশের তথা নবনিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত আইসি সৌরভ দত্তর মানবিক মুখ। গত পনেরো দিন আগে কালনা ২ নম্বর ব্লকের বড়ধামাস গ্রাম পঞ্চায়েতের মাতিশর বাজারে এক বছর পঞ্চাশের মহিলাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে পুলিশ। তাঁর চিকিৎসা এবং খাওয়াদাওয়া ঠিক মতো করিয়ে মহিলা পুলিশ গার্ডে রেখে। সুস্থ করে মেমারির একটি হোমে পাঠালেন বৈদপুর ফাঁড়ির পুলিশ তথা আইসি সৌরভ দত্ত।

জানা গিয়েছে, ওই বছর পঞ্চাশের মহিলা বিশাখাপত্তনামে আসেন এবং সেখানে জল খাবার খেতে নামলে ট্রেন ছেড়ে চলে যায় তারপর অন্য ট্রেনে উঠে হাওড়া স্টেশনে এসে নেমে দেখেন যে, তিনি ভুল জায়গায় এসে পড়েছেন। কারও কোনও ভাষা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। ওই মহিলা তেলেগু ভাষা ছাড়া আর কোনও ভাষা জানতেন না। বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ির নিকটস্থ বাদলা গ্রামের এক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠান আইসি সৌরভ দত্ত। ওই তেলেগু ভাষা জানা ব্যক্তি, তেলেগু ভাষাতে ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথোপকথনে জানেন তাঁর কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ। ওই মহিলার কাছ থেকে ঘটনার কথা জানার পর পুলিশ মারফত তাঁর বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালায় বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ির আইসি সৌরভ দত্ত।

এলাকারই যুবক দিবাকর সিংহ বলেন, আমাদের নতুন আইসি খুবই ভালো মানুষ। ভালো মনের মানুষ এবং শুধু তাই নয় তিনি এককথায় সমাজসেবকও বলা যায়। এলাকার আর এক যুবক শুভেন্দু ঘোষ বলেন, পুলিশের এই যে মানবিক মুখ তা দেখে আমরা গর্বিত। এইরকম পুলিশ চাই আমরা। নতুন আইসি জয়েন করেছে শুনেছিলেন। সাহেব যে এত ভালো কাজ করছেন তা সত্যিই শুধু প্রশংসা নয় ওঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

খালের ওপরে অবৈধ নির্মাণ পরিদর্শনে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: গোপালনগরের চিত্রাঙ্গপুরে অবৈধভাবে খালের জমি রেকর্ড করে খালের ওপরে অবৈধ নির্মাণ পরিদর্শন করেন বিডিওকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ রাজ্যের খাদ্য ও সমবায় মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। উত্তর ২৪ পরগনার গঙ্গানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চিত্রাঙ্গপুরে ঘোড়ানাচা খালের জমি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে রেকর্ড করে তার ওপরে অবৈধভাবে নির্মাণের অভিযোগ তুলল স্থানীয়রা।এই খাল দিয়ে ৭-৮ টি গ্রামের জল গরাই নদীতে যায় বলেও জানিয়েছেন স্থানীয়রা এবং স্থানীয় প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা জাফর আলি মণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে স্থানীয়।

বেহাল কৃষক সেতু, দ্রুত সংস্কারের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা কৃষক সেতুর দ্রুত সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শনিবার আরামবাগ-বর্ধমান ৭ নম্বর রাজ্য সড়কের পোলেমপুর এলাকায় প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে পথ অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা। এর জেরে কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই কৃষক সেতুর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। দক্ষিণ দামোদর এলাকার সঙ্গে বর্ধমান শহর এবং পাঁচটি জেলার যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই সেতু বর্ষার সময়ে আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সেতুজুড়ে তৈরি হয়েছে অসংখ্য খানাখন্দ। ফলে যাত্রীবাহী বাস, ছোট গাড়ি, মোটরবাইক থেকে শুরু করে সাইকেল, সব ধরনের যানবাহন চলাচলেই চরম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। আন্দোলনকারীদের দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুর দ্রুত সংস্কার করে যাতায়াতের উপযোগী করে তুলতে হবে। তাঁদের বক্তব্য, প্রতিদিন বহু মানুষ এই সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত করেন। বেহাল রাস্তার কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে।তবে দক্ষিণ দামোদর এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবির কথা মাথায় রেখে কৃষক সেতুর পাশেই তৈরি করা হচ্ছে বিকল্প শিল্পসেতু। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ, সেই সেতুর নির্মাণকাজ অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছে। আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি, এদিন প্রতীকীভাবে মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য পথ অবরোধ করা হয়েছে। দ্রুত কৃষক সেতুর হাল ফেরাতে প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর উদ্যোগী না-হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা। প্রয়োজনে কৃষক সেতুর উপর সরাসরি অবস্থান-বিক্ষোভ করে সম্পূর্ণ যান চলাচল স্তব্ধ করে দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

পোস্ট অফিসে নতুন আধার কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর ডাক বিভাগের অন্তর্গত কুশমন্ডি উপ ডাকঘরে আনুষ্ঠানিকভাবে এক নতুন আধার পরিষেবা কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হল। এর ফলে এখন থেকে কুশমন্ডি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাধারণ মানুষ স্থানীয় উপ ডাকঘর থেকেই আধার সংক্রান্ত নানাবিধ পরিষেবা সরাসরি গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কুশমন্ডি বিধানসভার বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায় বলেন, বর্তমানে প্রতিটি মানুষের জন্যই আধার একটি অত্যন্ত জরুরি ও দরকারি নথি। আধার কার্ড ছাড়া কোনও কাজই প্রায় সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে এবং তাদের দীর্ঘদিনের সুবিধার্থে ডাক বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ শনিবার কুশমন্ডিতে এই আধার কেন্দ্র চালু হল। এর ফলে এলাকার প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষের আধার সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

উদ্বোধনী পর্বে বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের ডাক অধীক্ষক রোশন হেমব্রম।

পাকিস্তানে হাফিজ সইদকে সমন পাঠানোর প্রস্তুতি বিদেশ মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২২ অগস্ট: পাকিস্তানে বসেও রেহাই নেই। পহেলগাঁও হামলার মাস্টারমাইন্ড তথা লস্কর-ই-তইবা প্রধান হাফিজ সইদকে সমন পাঠাতে চলেছে এনআইএ আদালত। পাকিস্তানে হাফিজের ঠিকানায় বিদেশ মন্ত্রকের তরফে পাঠানো হবে এই সমন।

পহেলগাঁও হামলার তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত ১,৫৯৭ পৃষ্ঠার চার্জশিট পেশ করেছে এনআইএ। গত ৬ জুলাই এই হামলার সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেখানে পহেলগাঁও হামলায় পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ, হাফিজ সইদের ভূমিকা-সহ অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্য প্রমাণ যুক্ত করা হয়েছে। তারপরই ঘুম উড়েছে ইসলামাবাদের। এনআইএ-র চার্জশিটকে 'পরিকল্পিভাবে সাজানো' বলে আখ্যা দিয়েছে পাকিস্তান।

পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা সংক্রান্ত মামলায় সম্প্রতি আদালতে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দাখিল করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। সেখানে এই হামলায় অন্যতম মাস্টারমাইন্ড হিসেবে হাফিজের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পহেলগাঁও হামলার ঘটনায় হাজিফের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় জারি হয়েছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। এর প্রেক্ষিতেই এবার পাকিস্তানে হাফিজের ঠিকানায় পাঠানো হচ্ছে আদালতের সমন। যেখানে বিচারের জন্য ভারতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে জঙ্গি হাফিজকে। তবে ভারতের আদালতের তরফে সমন পাঠানো হলেও হাফিজ যে উপস্থিত হবে না তা একপ্রকার নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে বিনএসএস-২০২৩ এর ৩৬৫ ধারায় যদি অনুপস্থিত না হয়, 'ট্রায়াল অফ অ্যাবসেনশিয়া' অর্থাৎ অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে হাফিজ সইদের। পাকিস্তানে হাফিজের ঠিকানায় পাঠানো হচ্ছে আদালতের সমন। যেখানে বিচারের জন্য ভারতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে জঙ্গি হাফিজকে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে নৃশংস হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকায় ধর্ম চিহ্নিত করে হত্যা করা হয় ২৬ জনকে। এই মামলার তদন্তে নামে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। ২০২৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর মামলায় প্রথম চার্জশিট পেশ করেছিল এনআইএ। সেখানে পাক হ্যান্ডেলার সাজিদ জাট, অপারেশন মহাদেবে নিহত তিন সন্ত্রাসী এবং গ্রেপ্তার হওয়া দুই অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করে। একইসঙ্গে লস্কর ও তার শাখা টিআরএফ-এর ভূমিকা, হামলার পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

কানাডার উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ২২ অগস্ট: প্রতিবেশী দেশ কানাডার সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যের আলোচনা ভেস্তে গেল। দেশটির উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে আপাতত এই শুল্কহার নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। আমেরিকাকে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। 'ডলারে ডলারে' হিসাব নেওয়ার কথা বলেছেন তিনি।

জুলাই মাস থেকেই আমেরিকা এবং কানাডা বাণিজ্যিক চুক্তির বিষয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। কিন্তু সমঝোতায় পৌঁছোতে পারেনি কোনও পক্ষ। ট্রাম্প আগেই কানাডার বিরুদ্ধে চড়া হারে শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। বলা হয়েছিল, ১৯ অগস্ট থেকে কানাডার ২০০০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক বসবে। পরে আলোচনা চলছিল বলে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। শনিবার থেকে সেই শুল্কহার কার্যকর করা হচ্ছে, জানিয়ে দিয়েছে হোয়াইট হাউস।

সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, মার্কিন শুল্কের বড় কোনও প্রভাব এখনই কানাডার অর্থনীতিতে পড়বে না। কারণ, যে ধরনের পণ্যের উপর এই শুল্ক কার্যকর হচ্ছে, তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক উপাদান নয়। আইস হকির কাঠের স্টিক-সহ কিছু নির্দিষ্ট পণ্য এই শুল্কের আওতায় আসছে, যা কানাডা থেকে আমেরিকায় খুব কম রপ্তানি হয়ে থাকে। আমেরিকা সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য করে প্রতিবেশী মেক্সিকো এবং কানাডার সঙ্গে। কানাডা থেকে যে পরিমাণ পণ্য আমেরিকায় যায়, তার পাঁচ শতাংশের উপর ৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক কার্যকর হচ্ছে। তবে অর্থনীতির চেয়ে দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর প্রভাব বেশি।

শুক্রবার রাতে (স্থানীয় সময়) আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসার কথা ঘোষণা করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী। জানান, এই আলোচনা ভাল ভাবেই এগোচ্ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে শর্তাবলিতে আমেরিকা কিছু পরিবর্তন করেছে। তা কানাডার মানুষের পক্ষে উপযোগী নয়। ওই পরিবর্তনকে 'অন্যায্য, অর্থনৈতিক ভাবে অযৌক্তিক' বলে উল্লেখ করেছেন কার্নি। অভিযোগ, ওই ধরনের শর্ত যে কোনও চুক্তির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়। তাই আলোচনা চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হয়নি। কানাডার মধ্যস্থতাকারীদের অবিলম্বে ফিরে আসার নির্দেশও দেন প্রধানমন্ত্রী। শেষ মুহূর্তে আমেরিকা শর্তাবলিতে ঠিক কী কী পরিবর্তন করেছিল, তা অবশ্য উল্লেখ করেননি তিনি। কানাডার পদক্ষেপের পরেই আমেরিকা ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করে দেয়।

গাড়ির চাকায় পিষে মৃত্যু তরুণীর

পুত্রের পাশেই দাঁড়ালেন হায়দরাবাদের সাসংদ

অমরাবতী, ২২ অগস্ট: সাংসদপুত্র লিঙ্গামানেন সঞ্জুষের বিরুদ্ধে উঠেছে বিপজ্জনক গতিতে গাড়ি চালানোর অভিযোগ। দুরন্ত গতিতে ধাবমান গাড়িতে তরুণীকে পিষে দিয়েছে ছেলের গাড়ি! এহেন পরিস্থিতিতেও ২১ বছরের পুত্রের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন হায়দরাবাদের রাজ্যসভা সাংসদ লিঙ্গামেনি রমেশ। রীতিমতো যুক্তি দেখিয়ে তিনি দাবি করেছেন, তাঁর ছেলেকে যেন ভুল না বোঝা হয়।

জানা গিয়েছে, মৃতার নাম ভারতী মুখী। ২৬ বছর বয়সি ভারতী ইনোরবিট নামক একটি শপিং মলে জামাকাপড়ের দোকানে কাজ করতেন। গত রবিবার বেলা তিনটে নাগাদ তিনি খাবার খেতে বেরিয়েছিলেন। ভারতীর সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহকর্মী পূজা অশোক আলোন। খাওয়ার পর মলে ফিরছিলেন দু'জনে। সেসময়ে রাস্তা পার হতে গিয়েই বিপত্তি। মলের ঠিক সামনেই সাংসদপুত্রের অ্যাস্টন মার্টিন বিপজ্জনক গতিতে ছুটে আসে। ধাক্কা মারে ভারতীকে। মৃত্যু হয় তাঁর। দেখতে দেখতে একসপ্তাহ হতে চলল, এখনও পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি অভিযুক্তকে। পাশাপাশি লিঙ্গামানেনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন, তাঁর ছেলে যে মদ্যপ হয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন না তা বোঝা গিয়েছে পরীক্ষা করে। এছাড়াও ওই তরুণীর পরিবারকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। এদিকে জানা গিয়েছে, এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা না হলেও মামলা রুজু হয়েছে জামিনযোগ্য ধারায়। এই মামলায় সর্বোচ্চ শাস্তি হতে পারে সাত বছরের কারাবাস। এবার পুত্রের সপক্ষে যুক্তি সাজিয়ে সাংসদ লিঙ্গামানেনি সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পরই তাঁর ছেলে মেয়েটিকে নিয়ে দ্রুত হাসপাতালে যান। পাশাপাশি নিজেই পুলিশকে ঘটনাটি জানান। তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতাও করছেন। ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করে ওই সাংসদ সকলের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, যেন এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে স্রেফ আন্দাজের বশে তাঁর ছেলেকে দায়ী না করা হয়। তদন্ত চলছে। এবং আসল সত্যিটা সকলেই জানতে পারবেন বলে আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

তেলেঙ্গানায় উদ্ধার টাকা, গয়না

রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকের বিপুল সম্পত্তির হদিশ মিলল

অমরাবতী, ২২ অগস্ট: আবার সেই তেলঙ্গানা। রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকের বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির হদিশ মিলল রঙ্গারেড্ডি জেলায়। আয়বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে তাঁর বেশ কয়েকটি ঠিকানায় তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হল কয়েক লক্ষ টাকা, গয়না এবং বিলাসবহুল গাড়ির। শুধু টাকা বা গাড়িই নয়, বেনামে বহু জমির হদিশ মিলেছে। এ ছাড়াও পেন্টহাউস, বাংলো, ফ্ল্যাটের মতো বেশ কয়েকটি স্থাবর সম্পত্তিরও খোঁজ পেয়েছে রাজ্যের দুর্নীতিদমন শাখা (এসিবি)।

এসিবি সূত্রের খবর, অভিযুক্ত ওই সরকারি আধিকারিকের নাম শ্রীনিবাস রেড্ডি। তিনি বর্তমানে রঙ্গারেড্ডি জেলার ইব্রাহিমপত্তনমে বিভাগীয় প্রশাসনিক আধিকারিক হিসাবে কর্মরত। জানা গিয়েছে, শ্রীনিবাসের বাড়ি, অফিস-সহ মোট সাতটি ঠিকানায় বৃহস্পতিবার তল্লাশি অভিযান চালায় এসিবি। সেই অভিযানে প্রায় সাত কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ মেলে। তার মধ্যে দু'টি ফ্ল্যাট, একটি পেন্টহাউস, ১০ একর কৃষিজমি এবং আরও আটটি জমির হদিস পেয়েছেন তদন্তকারীরা। জমি-বাড়ি ছাড়াও ওই আধিকারিকের পানশালা, রেস্তরাঁও রয়েছে। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি বিলাসবহুল গাড়ির হদিশও মিলেছে বলে এসিবি সূত্রের খবর। শ্রীনিবাসের বাড়ি থেকে নগদ ৪ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। কয়েক লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানত রয়েছে ব্যাঙ্কে। ৬৮০ গ্রাম সোনার গয়নাও পাওয়া গিয়েছে বাড়ি থেকে। এই সম্পত্তির উৎস কী, তা জানতে শ্রীনিবাসকে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে এসিবি। তদন্তকারীদের সন্দেহ, শ্রীনিবাসের যে পরিমাণ সম্পত্তি মিলেছে, সেখানেই শেষ নয়। বেনামে আরও সম্পত্তি রয়েছে বলেও সন্দেহ তাঁদের। সেই সব সম্পত্তির খোঁজ পেতে শ্রীনিবাসকে জেরা করা হচ্ছে। এই প্রথম নয়, এর আগেও তেলঙ্গানায় সরকারি কর্তা, ইঞ্জিনিয়ারের ১০০ কোটির সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গিয়েছে।

ময়দান

ব্রাজিল ম্যাচের তিন দিন পরই কেপ ভার্দে? জোর জল্পনা ভারতীয় ফুটবলে!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ফুটবলের জন্য আসন্ন অক্টোবর মাসটি হতে চলেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্গাপুজোর ঠিক আগে কলকাতায় ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ভারতের বহুল প্রতীক্ষিত আন্তর্জাতিক ম্যাচ ইতিমধ্যেই নিশ্চিত হয়েছে। দিনক্ষণ ঘোষণারপরথেকেই ম্যাচ ঘিরে সমর্থকদের উন্মাদনা তুঙ্গে। এরই মধ্যে সামনে এসেছেআরও একটিবড় সম্ভাবনা। জানাযাচ্ছে, আফ্রিকার দেশকেপ ভার্দের সঙ্গেও ভারতের একটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচআয়োজনেরব্যাপারে ইতিবাচক আলোচনা চলছে। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে অক্টোবর মাসেই ভারত বিশ্বকাপে আলোড়ন তোলা দুটি দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামতেপারে।

কেপ ভার্দে আয়তনে ও জনসংখ্যায় ছোট দেশ হলেও সাম্প্রতিক বিশ্বকাপে তাদের পারফরম্যান্স ছিল অসাধারণ। শেষপর্যন্ত তারা রাউন্ড অব ৩২ থেকে বিদায় নিলেও শক্তিশালী দলগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে বিশ্ব ফুটবলপ্রেমীদের নজর কেড়ে নিয়েছিল। স্পেন ও উরুগুয়ের মতো পরাশক্তিকে কঠিন চ্যালেঞ্জ জানানো থেকে শুরু করে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধেও দুর্দান্ত প্রতিরোধ গড়েতোলে তারা।ফলে বিশ্বকাপ চলাকালীন কেপ ভার্দেরফুটবলারদের প্রশংসা ছড়িয়েপড়ে সর্বত্র।

ভারতীয়ফুটবলফেডারেশনের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না-এলেও, সূত্রের খবর অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে ম্যাচআয়োজন নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা ইতিমধ্যেই হয়েছে। ফেডারেশনের এক কর্তা জানিয়েছেন, বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত নয়, তবে আলোচনার প্রক্রিয়া ইতিবাচক দিকেই এগোচ্ছে। অর্থাৎ, সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলে ভারতীয় ফুটবল সমর্থকরাআরও একটি উচ্চমানের আন্তর্জাতিক ম্যাচ উপভোগ করার সুযোগ পাবেন।

বর্তমান সূচি অনুযায়ী, ৩ অক্টোবর কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। সেই ম্যাচের মাত্র তিন দিন পর, অর্থাৎ ৬ অক্টোবর, কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচআয়োজনের সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও দিনটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি, তবুও সম্ভাব্য সূচি নিয়ে ফুটবল মহলে যথেষ্ট উৎসাহ তৈরি হয়েছে।

ম্যাচেরভেন্যু নিয়েও আলোচনা চলছে। প্রথম পছন্দ হিসেবে রয়েছে কলকাতার যুবভারতী স্টেডিয়াম। তবে বিকল্প হিসেবে কেরলের কোচির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামের কথাও ভাবা হচ্ছে। কেরলেও ফুটবল নিয়ে বিপুল উন্মাদনা থাকায় সেখানে ম্যাচ আয়োজন করলে বিপুল দর্শক সমাগম হতে পারে বলে মনে করছেন আয়োজকরা। অন্যদিকে, অনেকের মতে ব্রাজিল ম্যাচ উপলক্ষে কলকাতায় যে পরিকাঠামো তৈরি হবে, সেটিকেই কাজে লাগিয়ে কেপ ভার্দের ম্যাচও একই শহরে আয়োজন করা বেশি সুবিধাজনক হবে।

অক্টোবর মাসে এমন দুই আন্তর্জাতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ ভারতীয় দলের কাছে নিঃসন্দেহে বড়পরীক্ষা। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলে নিজেদের মান যাচাই করার পাশাপাশি ভবিষ্যতের বড় প্রতিযোগিতার প্রস্তুতিতেও এই ম্যাচগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

একই সঙ্গে ভারতীয় সমর্থকদের জন্যও এটি হবে বিশ্বমানের ফুটবল কাছ থেকে দেখার এক বিরল সুযোগ। এখন সকলের নজরফেডারেশনের চূড়ান্ত ঘোষণার দিকে, কারণ সেটিই ঠিক করে দেবে ব্রাজিলের পর কেপ ভার্দেকেও ভারতের মাটিতে দেখা যাবে কি না।

২০-২৫ কোটি না-মিললে টিভিকে 'না', ইউটিউবেই আইএসএলের সব ম্যাচ?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ পেশাদার লিগ আইএসএলকে ঘিরে অনিশ্চয়তা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। প্রথমে সেপ্টেম্বরে প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও পরে তা পিছিয়ে অক্টোবরে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক আলোচনায় ১৩টি অংশগ্রহণকারী ক্লাব একমত হয়েছে যে, সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে ১০ অক্টোবর থেকে নতুন মরশুমের আইএসএল শুরু করা হবে। আইএসএলের সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে আলোচনা চলছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রত্যাশিত আর্থিক প্রস্তাব মেলেনি। জানা গিয়েছে, ফ্যানকোড ছাড়া অন্য কোনও সংস্থা উল্লেখযোগ্য আগ্রহ দেখায়নি। ফ্যানকোডও সম্প্রচার স্বত্বের জন্য অর্থ দিতে রাজি নয়; তারা শুধুমাত্র প্রোডাকশনের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী। পাশাপাশি কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলের সঙ্গে ক্লাবগুলির আলোচনা হলেও সেখান থেকে মাত্র ১০ থেকে ১৫ কোটি টাকার প্রস্তাব এসেছে। এই অঙ্ককে পর্যাপ্ত মনে করছে না আইএসএলের ক্লাবগুলি। ক্লাবগুলির স্পষ্ট অবস্থান, অন্তত ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকার চুক্তি না হলে কোনও টিভি চ্যানেলের হাতে সম্প্রচার স্বত্ব তুলে দেওয়া হবে না। সেই ক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে তৈরি করা হবে আইএসএলের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল। সেখান থেকেই প্রতিটি ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। অর্থাৎ, প্রচলিত টেলিভিশন সম্প্রচারের পরিবর্তে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পিছনে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণ নয়, রয়েছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও। ক্লাবগুলির মতে, ইউটিউবে ম্যাচ সম্প্রচার হলে কত দর্শক নিয়মিত আইএসএল দেখছেন, তার নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। এতদিন টিভি সম্প্রচারের কারণে প্রকৃত দর্শকসংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান ক্লাবগুলির হাতে ছিল না। ভবিষ্যতে সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রির সময় এই তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বেশি দর্শক থাকলে পরবর্তী মরশুমে আরও ভালো আর্থিক চুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। শুধু ম্যাচ দেখানোতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না নতুন ইউটিউব চ্যানেল। ক্লাবগুলি সেখানে নিয়মিত অনুশীলনের ভিডিও, কোচ ও ফুটবলারদের সাক্ষাৎকার, দলীয় আপডেট, বিশেষ অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন পর্দার আড়ালের মুহূর্তও প্রকাশ করবে।

এর ফলে সমর্থকদের সঙ্গে ক্লাবগুলির যোগাযোগ আরও দৃঢ় হবে। একই সঙ্গে ইউটিউব থেকে বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে যে আয় হবে, তা ক্লাবগুলির মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হবে। ফলে দীর্ঘমেয়াদে এটি আর্থিকভাবেও লাভজনক হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে ভারতীয় ফুটবলের প্রশাসনিক পরিস্থিতিও এই অনিশ্চয়তার অন্যতম কারণ। ক্লাবগুলির ধারণা, ফেডারেশনের নির্বাচন এবং নতুন কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার আগে পর্যন্ত আইএসএলকে পুরোপুরি পেশাদার কাঠামোয় পরিচালনা করা কঠিন হবে। ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন প্রশাসন দায়িত্ব নিলে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। তাই বর্তমান মরশুমকে ক্লাবগুলি অনেকটা পরীক্ষামূলক হিসেবে দেখছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ম্যাচ সম্প্রচার কোনওভাবেই ফেডারেশনের ইউটিউব চ্যানেলে করা হবে না।

ক্রিকেটের ঈশ্বর আর সঙ্গীতের কিংবদন্তি- দুই ভুবনের দুই মহারথীর একসঙ্গে সময় কাটানোর মুহূর্ত। সচিন তেন্ডুলকরের মুগ্ধতা ধরা পড়ল শঙ্কর মহাদেবন ও তাঁর পরিবারের আতিথেয়তায়। শঙ্করের সুর থেকে তাঁর হাতের রান্না, আর 'মালগুড়ি'র দক্ষিণ ভারতীয় পদ-সব মিলিয়ে স্মরণীয় হয়ে রইল মাস্টার ব্লাস্টারের এই বিশেষ অভিজ্ঞতা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE (Percentage)
AE, PWD, Howrah Electrical Sub-Division invites online e-tender for the work : Urgent Electrical Repairing works at DM Bungalow premises, ADM/SDO Bungalow Premises, District level office, Court Compound, Old & New Collectorate building, Howrah Zilla School under Howrah Electrical Section-I, PWD. **e-NIT No.WBPWD/AE/HESD/e-NIT-23/2026-27. Tender ID:2026_WBPWD_5019700_1.** Bid Submission start date (Online) : 21.08.2026 at 17:00 Hrs. Bid Submission closing date (Online) : 07.09.2026 at 11:00 Hrs Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- AE, HESD, PWD.
ICA- T16056(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Dum Dum Sub-Division, PWDte. invites online 01(one) no e-tender for the work of 1) Road Restoration work of black top damaged due to open cut done by CESC Limited for repairing underground cable at 92, MM Feeder Road near Belghoria Bazar on Madhusudan Banerjee Road under Kolkata North Division, during the year 2026-27, Estimate Amount Rs. Rs. 1,95,741.00, TenderID: 2026_WBPWD_5019649_1. NIeT No: WBPWD/AE/DDSD/NIeT-06/2026-2027. Bid Submission upload start date 26.08.2026 from 12.30 Hours, Bid Submission upload end date: 05.09.2026 up to 12.30 Hours. The details of NIeT and Tender document may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- AE DDSD PWDte. GOVT OF WB.
ICA- T16047(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D., Lalbazar Electrical Sub-Division, 81/2/2, Phears Lane, Kolkata-700012. Email: aelbesd@gmail.com invites e-tender (online) for the work named" Balance Electrical Installation work for the newly renovated Building of Board of Waqf, West Bengal." Vide e-tender no. WBPWD/AE/LBESD/eNIQ-11 of 2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5019643_1 Bid submission end date (online) for the job is 07.09.2026 upto 1.30 P.M. detail information/download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, http://wbtenders.gov.in and http://pwdwb.in Sd/-Assistant Engineer, PWD Lalbazar Electrical Sub-Division.
ICA- T16042(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/Ulu Hwy Sub-Div, P.W.R.D invites 1 No. of online quotation for various works as per work schedule vide **e-NIQ No. 07 of 2026-2027/AE/ULHSD. Tender ID : 2026_WBPWD_5019670_1.** Bid Submission Start Date (Online) : 24.08.2026 from 10:00 Hrs. Bid Submission Last Date (Online) : 07.09.2026 up to 14:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in **www.wbpwd.gov.in** Sd/- AE/ULHSD/ PWRD.
ICA- T16052(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-TENDER No.: WBPWD/KWSD-III/AE/ eNIT-9/2026-2027
E-tender under jurisdiction of Kolkata West Sub-Division-III, PWD is invited from bonafide outsiders having sufficient work experience of similar nature in Government works. Bid Submission Start Date (Online) : 27.08.2026 from 1:00 P.M. End Date : 03.09.2026 at 3:00 P.M. Tender Id : **2026_WBPWD_5019695_1.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app** Sd/- Assistant Engineer, P.W.D, Kolkata West Sub-Division-III, Govt. of West Bengal.
ICA- T16057(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR TIME EXTENSION
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: "Supplying and Installing of Air Condition System, Light etc.(3rd Floor & 4th Floor reception area) as and where required in the Administrative Office of WBBPE at Saltlake,Kolkata-700091-- SITC of AC Machine" Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-73/2026-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5015802_1

Bid submission Closing Date (Online)	21.08.2026 up to 15:00 Hrs.	07.09.2026 up to 15:00 Hrs.
Technical Bid Opening Date	24.08.2026 at 15:05 Hrs.	09.09.2026 at 15:05 Hrs.

Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in. Sd/- Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division.
ICA- T16060(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপত্রিকা

‘চিরদিনই তুমি যে আমার’

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

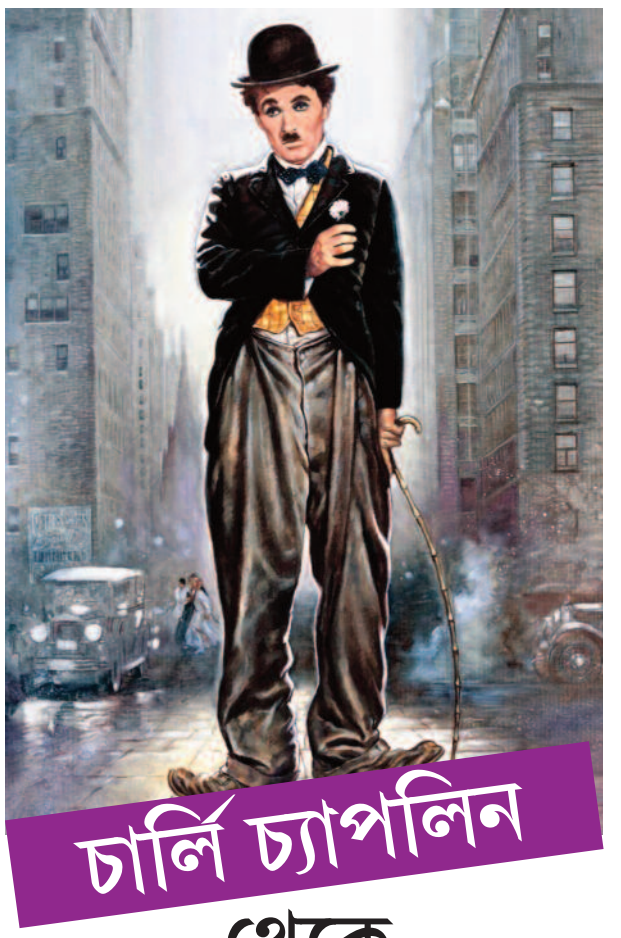

চার্লি চ্যাপলিন থেকে লরেল হার্ডির

কীর্তিকলাপ

সুবীর পাল

সেই দুঃস্বপ্নের তারিখটা ছিল ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৭ তারিখ। দিবসের ক্লান্তি লিপ্ত আকাশ যেন গোধূলির আলিঙ্গনে খানিকটা ম্রিয়মাণ। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কোল ঘেঁষে ছলাৎ ছলাৎ করে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী গঙ্গার শাখা ‘হুগলি নদী’। নদীর দু’পাড়ে পারাপারে ব্যস্ত অগণিত মানুষ। কর্মচঞ্চল নদীর ঘাট। সেই ঘাটের সেই ক্ষণে একপাশে চুপ করে একাকী দাঁড়িয়ে পরবর্তী লঞ্চের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন পুলকবাবু। মানে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। একসময় যাত্রীবাহী একটি লঞ্চে নিঃশব্দে উঠে পড়লেন তিনি। ডেকের পাশে একটি খালি বেঞ্চিতে চুপ করে বসে পড়লেন। গন্তব্য অভিমুখে ধীরে ধীরে ছোট লঞ্চ যাত্রা শুরু করলো যথারীতি।

লঞ্চ গমণের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো পুলকবাবুর মনের মধ্যে হুহু উথাল পাথাল অশান্ত ঢেউ। নিজের জীবনের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির এলোমেলো হিসেব কষতে থাকেন মনে মনে। সময় হাতে খুব সীমিত, তাই হিসেব শেষ করতে হবে দ্রুত। ততক্ষণে লঞ্চ নদীর মাঝামাঝি চলে এসেছে। পুলকবাবুর জীবনের অন্তিম ডেবিট ক্রেডিট কষাটাও তখন একেবারে শেষের দিকে। ফলাফলের বিচারে প্রাপ্তির চাইতে হারানোর বেদনা যেন বেশি অনুভব করলেন হয়তো পুলকবাবু। আর সেই দুঃসহ জীবন থেকে ছুটি পেতে চাইলেন এক বুক যন্ত্রণাকে আলিঙ্গন করে। আর তখনই কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই উপস্থিত সবাইকে চমকে দিয়ে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়লেন মাঝনদীতে। চারপাশ থেকে হইহই করে উঠলেন সহযাত্রীরা। তখনও হয়তো প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকেরই জানা ছিল না, তাঁদেরই চোখের সামনে এক লহমায় গঙ্গোত্রীর শান্ত সুধায় চিরতরে শান্তিতে বিলীন হয়ে গেলেন বাংলা সঙ্গীত জগতের এক অনন্য শুকতারা, গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় সঙ্গীত জগতের কালজয়ী এক ভিন্ন ধারার উপাসক পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩১ সালের ২ মে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদেব কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বহুল গুণের অধিকারী। ছবি আঁকতেন, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন, গান গাইতেন আর কবিতা লিখতেন। প্রত্যাশিত ভাবেই খুব ছোটবেলা থেকে লেখালেখির হাতে খড়ি হয় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় বন্ধুদের অনুরোধে একটি ছড়া লিখে পাঠিয়ে দিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার দফতরে। ওই বছরের পূজাবার্ষিকীতে সেই ছড়া ছাপা হলো। সম্মানিক হিসেবে পেলেন পাঁচ টাকা। সেই থেকে লেখালেখিতে এক নয়া আত্মবিশ্বাস অনুভব করতে লাগলেন। দশম শ্রেণিতে পড়তে পড়তে ‘অভিমান’ ছবির জন্য প্রথম গান লেখেন। ছবির পরিচালক রামচন্দ্র পাল গানের লেখককে দেখে প্রাথমিক ভাবে বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না গানগুলো এই অল্প বয়সি ছেলের লেখা কি করে হতে পারে। শেষমেষ পরিচালকের সামনে বসে গান লিখে প্রমাণ দিতে হলো পুলকবাবুকে।

কলেজে পড়াশোনা চলাকালীন ‘ভারতবর্ষ’ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর রচিত প্রথম গল্প। কবিতা লেখার প্রতি প্রথম প্রথম অনুরাগ থাকলেও পরবর্তীতে গীতিকার হিসেবেই তিনি খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে যান। যে কোনও পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ও তাৎক্ষণিক পর্যায়ে নিখুঁত শব্দ ও মাত্রা চয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন অবিস্মরণীয় গান লিখে ফেলার অবাক করা সহজাত ক্ষমতা ছিল পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে।

একদা পুজোর গানের বিষয়ে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন পুলকবাবু। পুলকবাবুকে দেখে হেমন্তবাবু বললেন, ‘পুলক, কতদিন পরে এলে, একটু বসো।’ আর সেই কথাটাই ভীষণ রকম পুলকবাবুর মনের মধ্যে গেঁথে গেল। হেমন্তবাবু একটু চোখের আড়াল হতেই খাতা কলম নিয়ে তৎক্ষণাৎ লিখে ফেললেন জনপ্রিয় একটি গান, ‘কতদিন পরে এলে...।’ যা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের এই গান আজও মুখর হয়ে রয়ে গেছে সঙ্গীত প্রেমীদের অন্তরে।

হেমন্তবাবুর কণ্ঠে উত্তম কুমারের লিপে কতো যে পুলকবাবুর সৃষ্ট গান জনপ্রিয় হয়েছে তা বলে শেষ করার নয়। তবে উত্তম কুমার অভিনীত ছবি ‘শঙ্খবেলাতে’ পরিচালক সরোজ দে ভেবেছিলেন নতুন কাউকে দিয়ে গান গাওয়ানোর কথা। সেই সময় পুলকবাবুর সঙ্গে বেশ নিবিড় সম্পর্ক ছিল মান্না দের। মূলত পুলকবাবুর বদান্যতায় সেই চলচ্চিত্রে প্রথমবারের মতো উত্তম কুমারের লিপে গান গেয়েছিলেন মান্না দে। গানটি হলো ‘কে প্রথম কাছে এসেছি, কে প্রথম ভালো বেসেছি।’ যে গান প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম কত শত প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়তন্ত্রীতে সুরের রূপকথা হয়ে ওঠে এখনও।

মান্না দের সঙ্গে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক ছিল হরিহর আত্মার মতো। একবার এক অনুষ্ঠানে মান্না দেকে উদ্দেশ্য করে ভূপেন হাজারিকা বললেন, ‘মান্না, তুমি এত সুন্দর কি করে গান গাও বলো তো?’ উত্তরে মান্না দে বিনম্র হাসি হেসে বলেছিলেন এক ঐতিহাসিক স্বীকারোক্তি, ‘আমার জীবন কালে যদি পুলকের জন্ম না হতো তবে কখনই গায়ক মান্না দের জন্মলাভ হতো না’।

আসলে এটাই বাস্তব, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা ও মান্না দের কণ্ঠ, যেন বাংলার সঙ্গীত দুনিয়ায় পারস্পরিক পরিপূরকের মেড ফর ইচ আদার হয়ে উঠেছিলেন। মান্না দের জন্য অসংখ্য জনপ্রিয় গান

লিখেছিলেন পুলকবাবু। একদিন মান্না দের বাড়িতে গিয়ে পুলকবাবু দেখলেন তাঁর গায়ক বন্ধু রান্নায় ব্যস্ত। তখন তিনি বসার ঘরে এসে কাগজে কিছু লিখে ফেললেন। মান্না দে কাছে আসতেই পড়ে শোনালেন সেই নস্টালজিক লেখাটি। পরবর্তীতে ‘প্রথম কদমফুল’ ছবিতে সুধীন দাশগুপ্তের সুরে মান্না দে সেই লেখাটিই গেয়েছিলেন ‘আমি শ্রী শ্রী ভজহরি মান্না’।

মান্না দের সঙ্গে বরাবর একটা আন্তরিক অভিন্ন হার্দিক বোঝাপড়া ছিল পুলকবাবুর। দুজনে একত্রে বসে যে কত অসাধারণ গান সৃষ্টি করেছেন তা বলে শেষ করা অনেকটাই অসম্ভব। মান্না দে আর পুলকবাবু গাড়িতে চেপে একদিন বাড়ি ফিরছিলেন। মান্না দে আপন মনে একটি ঠুংরি সুর গুনগুন করতে লাগলেন। পুলকবাবু সেই সুর কানে শুনেই লিখে ফেললেন ‘ললিতা গো, ওকে আজ চলে যেতে বল না’। একটি কাওয়ালি গান আবার আচমকা খুব ভালো লেগে গিয়েছিল পুলকবাবুর। পাশে থাকা মান্না দেকে অনুরোধ করলেন কাওয়ালির কথাগুলোর মর্মার্থ ভাবটা বুঝিয়ে দিতে। মান্না দেও বন্ধুকে বুঝিয়ে দিলেন সেই অর্থবহতা, ‘কার এত বড় সাহস যে আমাকে পাগল বলবে?’ ও আচ্ছা বলেই পুলকবাবু তখনই লিখে ফেললেন তাঁর আরেক অমর সৃষ্টি গানের কলি, ‘যখন কেউ আমাকে পাগল বলে’।

খেলার জগতেও তাঁর অনুরাগ ছিল যথেষ্ট চর্চার বিষয়। কলকাতার ময়দানে পুলকবাবুর যাতায়াত ছিল সুবিদিত। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মোহনবাগানের একনিষ্ঠ সমর্থক। সময় ও সুযোগ পেলেই চলে যেতেন মহানগরের মাঠে প্রিয় ক্লাবের ফুটবল খেলা দেখতে। একদিন মাঠে বসে খেলা দেখছেন। হঠাৎ মাথায় চলে এলো কয়েকটি হৃদয় মুগ্ধ লাইন। ব্যাস তখনই লিখে ফেললেন, ‘হৃদয়ের গান শিখে তো গায় সবাই’। যা বাংলা গানের খাসমহলে এক অনন্য প্রতীকের স্থান দখল করে নিয়েছে।

একবার এক রেস্টুরেন্টে বসে খাবারের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে খানিকটা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। হাতের কাছের ন্যাপকিনটা তুলে নিয়ে সেই মুহূর্তে লিখে ফেললেন, ‘রঙ্গিলা পাখিরে কে ডাকে, ঘুম ঘুম নির্ঘুম রাতের মায়া’। লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে গাওয়া এই গানটি অল্প দিনের মধ্যেই অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে জনমানসে। সঙ্গীত মহলে কান পাতলে এও শোনা যায়, প্রবাদপ্রতিম সুরকার নচিকেতা ঘোষের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে বলতে হঠাৎ পুলকবাবু বলে উঠলেন ‘ক’ফোটা চোখের জল ফেলেছ যে তুমি, ভালোবাসবে’। নচিকেতা ঘোষ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন স্টুডিওতে। আর তৈরি করলেন ভুবন ভোলানো সেই গান। এটাই ছিল স্বতন্ত্র পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাৎক্ষণিক ক্রিয়েটিভ সঙ্ ক্রিয়েশন সিগনেচার। আদতে তিনি ছিলেন সঙ্গীত রচনার মহাকাশে এক বিরল ঘরানার বিস্ময়কর প্রতিভাময় একক কালপুরুষ।

অসংখ্য মানে অসংখ্য গানের মনমাতাল গীতিকার হিসেবে হিমালয় সম জনপ্রিয়তায় উচ্চ এই পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঠিক কোনও হিসেব না থাকলেও এটুকু নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, তিন হাজারেরও বেশি সংখ্যক গানের রচয়িতা এই পুলকবাবু।

গানের জগতে অনেক বড় বড় শিল্পীর সঙ্গে কাজ করেছেন এ হেন গীতিকার। লতা মঙ্গেশকর, নাওসাদ আলী, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, আলী আকবর খান, আশা ভোঁসলে, কিশোর কুমার, তালাত মাহমুদ, মহম্মদ রফি, মুকেশ চন্দ্র মাথুর, গীতা দত্ত, আর ডি বর্মণ, যতীন ললিত, বাপ্পী লাহিড়ী, হৈমন্তী শুক্লা, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেকের সঙ্গে তাঁর নৈকট্য কর্মযোগ ছিল সমকালীন গীতিকারদের কাছে ঈর্ষণীয়।

সঙ্গীত আঙ্গিকের অজস্র প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর জন্য নেপথ্যে নিভৃতে আপন সম্পর্কের মাধুর্যে অনেক কাজ করে গেছেন পুলকবাবু। কিন্তু কখনও কারও কাছে সে সবের বিনিময়ে কোনও প্রতিদান আশা করেননি। এমনই ছিলেন সদা নিঃস্বার্থ পুলকিত মনের পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। গান লেখার প্রতি যেমন ছিল প্রগাঢ় অকুণ্ঠ ভালবাসা, অর্থ সম্পদের প্রতি ছিলেন তেমন একেবারে উদাসীন। কখনও কোনও লেখার জন্য কোনও অর্থ দাবি জানিয়ে জেদাজেদি করতেন না কারও সঙ্গে। পারিশ্রমিক হিসেবে যা পেতেন তাতেই খুশি থাকতেন বাউল মন বিভোর এই ক্ষণজন্মা গান রচনাকার। লেখালেখির পাশাপাশি লেখাপড়াতেও প্রবল আসক্তি ছিল তাঁর। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হবার পর আইন বিষয়েও সাফল্য সহকারে পড়াশোনা করেন। কিন্তু লেখার মাদকতা যখন তাঁকে একলব্যের মতো পেয়ে বসল, তখন বিচার বিভাগের চৌকাঠে পদচারণা প্রসঙ্গে উৎসাহটাই দেখাতে রাজি হননি জীবদ্দশায়।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের কথা ব্যক্ত করে শেষ করা যায় না। অজস্র জনপ্রিয় সব গানের রচয়িতা তিনি। আধুনিক রোমান্টিসিজমের ভাবাবেগকে নিপুণ পর্যায়ে তুলে ধরেছেন তার কলম আঁচড়ের অসাধারণ চিত্রকল্পে। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে গীতিকার হিসেবে যেন মোটেও আত্মতৃপ্ত ছিলেন না।

হতে চেয়েছিলেন কবি। লিখেছিলেনও গুচ্ছ গুচ্ছ কবিতা। কিন্তু সেসব লেখা কি করে যে কোন লহরীর যাদু স্পর্শে গানে রূপ নিয়ে নিল কে জানে। আমাদের পরিচিত সমাজ যে তাঁকে গীতিকার হিসেবেই আখ্যা দিয়ে দিল আকাঙ্খিত কবি স্বীকৃতির বৈপরীতে। আসলে এটাও এক করুণ বাস্তব, আধুনিক কবি সমাজের স্বঘোষিত বিজ্ঞ কবিদল বোদ্ধারা যেন গীতিকারদের কবি পরিচিতি দিতে গোঁসা বোধ করেন।

তাই পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনী ‘কথায় কথায় রাত হয়ে যায়’তে এই স্বীয় আক্ষেপের কথা উল্লেখ করে গেছেন, ‘আমি আধুনিক গানই লিখতাম। আধুনিক গানই লিখছি, আর যত দিন বাঁচব, তত দিন এই আধুনিক গানই লিখে যাব। আমি কবি ছিলাম কি না, জানি না, তবে কৈশোর থেকে বুঝে নিয়েছিলাম, গান লেখা কবিতা লেখারই অঙ্গ। এখনকার কবিরা আমাদের গীতিকার আখ্যা দিয়েছেন। যার ফলে আমরা গীতিকার হয়ে গেছি, কবি হতে পারিনি।’

আধুনিক বাংলা গানের স্বর্ণযুগ যে সময়টিকে ধরা হয়, যে সময়টিতে বাংলার অসংখ্য এক সে বড়কর এক সংগীতশিল্পীর আবির্ভাব ঘটে, যে সময়টিতে তৈরি হয়েছে কালজয়ী সমস্ত মর্মস্পর্শী গান, তেমনই এক সময়ে নিজস্ব স্বকীয়তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এই প্রতিভাবান গীতিকার ও কবি পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা গানের জগতে তাঁর সৃষ্টির অবদান শুধুমাত্র সুদূরপ্রসারী ছিল না, সেগুলো অনায়াস প্রতিভার ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছে একেকটি মহাকালের উত্তরণ সম। তবু, তবু, তবুও কোনও এক একান্ত না পাওয়ার বুক খিড়কির বিধ্বস্ত ক্রন্দন বারংবার বিরহে কাতর করে তুলেছে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাই হয়তো এক গভীর অপ্রাপ্তির অভিমানে স্বেচ্ছায় চির আলবিদা জানিয়েছিলেন সকলকে বড্ড অসময়ে, নিজেই নিজের আত্মহননের সমাপনে। হুগলি নদীর আপন সলিল আলিঙ্গনে।

কিন্তু এটাই তো এক অমীমাংসিত প্রশ্ন কেন যে ‘মরিবার হল তার সাধ।... সে দেখিল কোন ভূত?’ আসলে তাঁর এমন অনাকাঙ্ক্ষিত চলে যাওয়াটা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেননি। এমন মর্মান্তিক ঘটনার দুই দিন আগে ৫ সেপ্টেম্বর লিখেছিলেন, ‘আমাকে একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি’। তবে একেবারে শেষ দিকে আরও লিখেছিলেন, ‘যখন এমন হয়, জীবনটা মনে হয় ব্যর্থ আবর্জনা, ভাবি গঙ্গায় ঝাঁপ দি, রেলের লাইনে মাথা রাখি’। কি জানি, হয়তো এই আক্ষেপেই বাংলা গানের সবুজ মনন পুলকবাবুকে বিষণ্নতার রোগী বানানোর বীজ বপন হয়েছিল। প্রকৃতই কি কারণে আত্মহত্যা করেছিলেন, সে রহস্য আজও অজানা। তিনি কি কারও ব্যবহারে আঘাত পেয়েছিলেন, নাকি পারিবারিক অশান্তি ছিল? কেউ তা জানতে পারেননি আজও। সে সময় অনেকে এমনটাও জানিয়েছেন, শেষ দিনগুলোতে নাকি ঘাটে বসে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

বাংলার এই অবিসংবাদিত গীতিকারের আত্মহনন প্রসঙ্গে ২০১৬ সালের ১৫ এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে বর্ণনা করা হয়েছিল, ‘জীবনের জলসাঘরে পুলক কি একা হয়ে গিয়েছিলেন? খুব কাছ থেকে যাঁরা দেখেছেন গীতিকারকে তাঁদের মনে হয়েছে, শেষ দিকে পুলকের বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই ক্রমশ ফুরিয়ে আসছিল। কোনও কিছুতেই যেন আর মন বসছিল না তাঁর! কোনও গানই যেন আর স্বর্ণযুগের গান হয়ে উঠছিল না! মনে হচ্ছিল ‘সব-ই মেকানিক্যাল’! কেউ কেউ বলেন, মানুষটা হতাশা আর অবসাদে ভুগছিলেন। শেষের দিকের গানগুলোও যেন কেমন কেমন ঠেকছিল তাঁর বন্ধু-শিল্পীদেরও।

পুলক চলে যাওয়ার পর শোকে কাতর হয়ে পড়েন মান্না। শোক জানাতে গিয়ে লিখেওছিলেন, ‘‘পুলকের মতো জীবনরসিক লোক আত্মহত্যা করবে এটা আমার জীবনের সবচেয়ে অকল্পনীয় অনুভূতিগুলোর মধ্যে একটা। এখন শুধু মনে হচ্ছে, বন্ধু, এত বড় ফাঁকি দিলে-আমার সঙ্গে ভাগ করে নিলে না তোমার যন্ত্রণা!... ওর বাড়ির লোকের কাছে জানতে চাইব, কী এমন ঘটল যে, এত বড় জীবনরসিক মানুষটাকে নৌকো থেকে ঝাঁপ দিতে হল!’’

কী এমন ঘটল, সে উত্তর আজও স্বচ্ছ নয়! নিশুতি রাতের গঙ্গার ঘূর্ণি হাওয়া কি জানে?’

রথীন কুমার চন্দ

চার্লি চ্যাপলিন মূলত ব্রিটেনের অধিবাসী ছিলেন। পরে তিনি আমেরিকায় চলে যান। চার্লি চ্যাপলিন তাঁর মায়ের কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠেন। প্রতিকূলতা সহ্য করে বড় হওয়ার সাথে সাথে তাঁর আলো-ছায়ার নীরব সেলুলয়েড ছবিগুলো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং সেই যন্ত্রণার অভিব্যক্তি হাসি-ঠাট্টার বিষয়ে পরিণত হয়।

তিনি ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে রসিক মানুষ। বিংশ শতাব্দীর বেশিরভাগ সময় জুড়ে, কৌতুক অভিনেতা স্যার চার্লস স্পেন্সার চার্লি চ্যাপলিন মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর তাঁর অনন্য ক্ষমতা দিয়ে মঞ্চে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ১৮৮৯ সালের এপ্রিলে জন্ম নেওয়া এই চলচ্চিত্র প্রতিভা সারা বিশ্বের চলচ্চিত্র নির্মাতা ও কৌতুক অভিনেতাদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে আছেন। তার শৈশবে তার মা, হ্যানা চ্যাপলিন, ছিলেন তার অনুপ্রেরণার সবচেয়ে বড় উৎস। তার কাছ থেকেই তিনি আবেগ প্রকাশ করতে এবং মানবিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম দিকগুলো উপলব্ধি করতে শিখেছিলেন।

পরবর্তীতে, তিনি ‘দ্য ট্রাম্প’ চরিত্রের জন্য বিখ্যাত হন। ট্রাম্পের সেই স্বতন্ত্র চেহারা;ঢিলেঢালা প্যান্ট, আঁটসাঁট স্যুট, বোউলার হ্যাট, টুথব্রাশ গোঁফ এবং একটি লাঠি;আজও আমাদের মনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশ্ব এবং তার পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দার মাঝে ট্রাম্প এক আইকনিক চরিত্রে পরিণত হন। এই উত্তাল সময় সত্ত্বেও, চরিত্রটি কেবল তার নির্মল অভিব্যক্তির মাধ্যমেই মানুষকে হাসাতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের সময় চ্যাপলিনের কমেডি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই সময়েই চ্যাপলিন ‘দ্য ট্রাম্প’ চরিত্রটির মাধ্যমে একজন সফল তারকা হয়ে ওঠেন।

সহানুভূতি ও দয়ার মিশ্রণে, তিনি মানুষের চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের বিনোদন ও স্বস্তি দেওয়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

ভাবুন তো, কঠিন সময়েও মানুষ হাসিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তাও আবার শুধু অঙ্গভঙ্গি আর মুখের ভাবভঙ্গির মাধ্যমে! প্রিয় ট্রাম্প বেঁচে আছেন।

তিনি আর্থিক স্বাধীনতার মৌলিক স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছিলেন, যা স্বাধীনতার অর্থকে নতুন মাত্রা দিয়েছিল। তাঁর এই আত্ম-উপলব্ধির মধ্যে ছিল এক অভূতপূর্ব শৈল্পিক স্বাধীনতা, যা চলচ্চিত্রের বিকাশমান ও তখনও অপরিণত শিল্পের প্রসারের সাথে যুক্ত ছিল। চ্যাপলিন যখন পর্দায় তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করছিলেন, তখন তিনি তাঁর চলচ্চিত্রের ক্রমবর্ধমান পরিশীলন ও পরিধি, সাহসী ও সামাজিকভাবে সমালোচনামূলক বিষয়বস্তু, নৈরাজ্যবাদী সুর এবং যে কঠোর দক্ষতার সাথে তিনি সেগুলোকে নির্মাণ করেছিলেন, তার মাধ্যমে এক শৈল্পিক আহ্বানকেও স্পষ্ট করে তুলেছিলেন। লরেল এবং হার্ডিলরেল ও হার্ডির সাদামাটা অভিনয়, সরল সংলাপ এবং কাহিনি (যেখানে মূলত দৈনন্দিন কষ্টগুলো সহনশীলতার কঠিন পরীক্ষায় রূপান্তরিত হতো) শিশুদের কাছে সহজেই আকর্ষণীয় ছিল। বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমি সেই অভিনয়গুলোর কোরিওগ্রাফি এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণভাবে, বিক্ষিপ্ত ও কথ্য কৌতুকগুলোর পরিশীলন উপলব্ধি করতে শুরু করি। যখন স্ক্রুরল কমেডিগুলো এমন গতিতে হাস্যরসাত্মক বাচনিক কপটতা পরিবেশন করছিল যা আজও মুগ্ধ করে, তখন লরেল ও হার্ডি একটি ভালো সংলাপ এবং ক্যামেরার দিকে সরাসরি তাকানো এক অস্বস্তিকর চাহনির সরলতার ওপর নির্ভর করতেন। চতুর্থ দেয়াল ভাঙার এই দৃশ্যটি প্রায় এক শতাব্দী আগেও যেমন আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় বলে মনে করা হতো, আজও তা সমসাময়িক দর্শকদের কাছে ঠিক তেমনই। স্ট্যান ও অলি জানত যে দর্শকদের সাথে কথা বললে তাদের বিভ্রম ভেঙে যাবে এবং অতিরিক্ত মনোযোগ তাদের শক্তিহীন করে তুলবে। কিন্তু মাথায় একগাদা ইট পড়ার পরেও অলির সেই দৃষ্টি বিনিময় এখনও এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়। স্ট্যান এবং অলি চরিত্র দুটি মূলত প্রাপ্তবয়স্ক শরীরে থাকা শিশু ছিল, এবং এ নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে যে তারা আরও সরল মূল্যবোধসম্পন্ন এক নিষ্পাপ সময়ের প্রতিনিধিত্ব করত। তবে, তাদের বেশিরভাগ কাজই মহামন্দা এবং মদ্যপান-নিষেধাজ্ঞার ঘোর অন্ধকারে রচিত হয়েছিল;যা মোটেই নিষ্পাপ বা সরল সময় ছিল না। তারা এমন সাধারণ মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করত যাদের কোনো সাহায্য, শিক্ষা বা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা জীবনধারণের চেষ্টা করত এবং জীবনের অযৌক্তিকতাকে আরও উদ্ভট উপায়ে মোকাবিলা করত।